RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩৮ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২১ জুন - ৪ জুলাই, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 38, Cooch Behar, Friday, 21 June - 4 July, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

জগদীশের ইস্তফা, ফাঁকা জায়গায় কে, চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লোকসভা ভোটে সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল নেতা জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। ১০ জুন সোমবার বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র তুলে দেন জগদীশ। জগদীশ একুশের নির্বাচনে সিতাই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন। পর পর দু'বার ওই কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হয়েছেন তিনি। এবারে দল তাঁকে কোচবিহার লোকসভা আসন থেকে সাংসদ নির্বাচনের টিকিট দেয়। সেই ভোটে তিনি বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে পরাজিত করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতেই হত। জগদীশের ইস্তফায় সিতাইয়ে এবারে উপনির্বাচনের পথ তৈরি হল। এদিনই নির্বাচন কমিশন দেশের ১৩ টি আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করেন। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ আসনটিও রয়েছে। তবে সিতাই নেই। কারণ যে আসনগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে তার বিধায়করা আগেই ইস্তফা দিয়েছিলেন। তবে মনে করা হচ্ছে, সিতাইয়ের উপনির্বাচন খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। সেজন্য প্রার্থী পদ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে শাসকের অন্দরে। দলও আগে থেকেই প্রার্থী নিয়ে ভাবতে চাইছে। জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "উপনির্বাচনে কাকে প্রার্থী

করা হবে তা রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবেন। এখানে আমার বা জেলার অন্য কোনও নেতার কিছু বলার নেই। দল যাকে প্রার্থী করবে আমরা তাকেই জয়ী করব। ওই কেন্দ্রে জয় তো সময়ের অপেক্ষা।"

সিতাইয়েও শাসক শক্ত সংগঠন রয়েছে। পরিসংখ্যানও তেমন বলছে। জগদীশ পরপর দু'বার সিতাই থেকে নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসন থেকে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। সেই সময় কোচবিহার লোকসভা আসনের ছয়টি বিধানসভায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। একমাত্র সিতাই বিধানসভায় প্রায় ৩৪ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও সিতাই থেকে দশ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হন জগদীশ। এবারের লোকসভা নির্বাচনেই সিতাই ২৮ হাজারের বেশি ভোটে লিড নিয়েছেন জগদীশ। স্বাভাবিকভাবেই ওই আসন নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে যে টানাটানি থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আসনে কাকে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে জেলা তৃণমূলের একটি মতামত দল নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে মনে করা হচ্ছে, পরামর্শদাতাকারী সংস্থার কাছ থেকেও একাধিক রিপোর্ট সংগ্রহের পরেই সিদ্ধান্ত নেবে দল। সিতাই তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসন। বর্তমানে দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব রয়েছেন যারা তপশিলি সম্প্রদায়ের। তবে তাঁদের অধিকাংশই একুশের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা পছন্দের তালিকায় আসবে কি না তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এছাড়া সিতাই বিধানসভাতেও তপশিলি সম্প্রদায়ের তৃণমূলের একাধিক নেতা রয়েছেন সেক্ষেত্রে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে তা সময়ই বলবে। তবে প্রার্থী নির্বাচনে জগদীশের বক্তব্যকে দল আলাদা করে গুরুত্ব দেবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নিশীথের হারে ব্রত ভেঙে 'মৎস্যমুখ' করলেন রবীন্দ্রনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ব্রত ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ব্রত করেছিলেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে না হারানো পর্যন্ত আমিষ খাবেন না। এবার কোচবিহার লোকসভা আসনে নিশীথ প্রামাণিককে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে হারিয়ে দেয় তৃণমূলের প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। নিশীথ ভোটে হারায় এদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে 'মৎস্যমুখ' করেন তিনি। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে দলের কর্মীসভায় ওই খাবারের আয়োজন করা হয়। খাবারে ছিল পোলাও, চিকেন ও কাতল মাছ। মঞ্চে বসেই 'ভাজা মাছ' খেয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতারা। রবীন্দ্রনাথকে ভাজা মাছ খাইয়ে আমিষ করালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সবার জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম নিশীথ না হারা পর্যন্ত নিরামিষ খাব। তাই খেয়েছি। আমাদের প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জিতেছে। আজ নিরামিষ ভেঙেছি।" তা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "কি ভাবে ভোট হয়েছে সবাই জানে। ইভিএম মেশিন নিয়ে কি হয়েছে তা আমাদের নেতৃত্ব জানিয়েছেন। তাই মৎস্যমুখ করে আদতে কোনও লাভ নেই। মানুষ এসবের জবাব আগামীদিনে দেবে।"

বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক দিন কয়েক আগে অভিযোগ তুলেছিলেন, শতাধিক ইভিএম মেশিনের সঙ্গে ফর্ম সেভেন্টিনের নম্বর মেলেনি। তা নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে বিজেপি এজেন্টদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ১৬৪ টি বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগও করেন তিনি। শনিবার বিজেপির নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহার সফরে এসে অভিযোগ করেন, ইভিএম মেশিন পাল্টে নিশীথকে হারানো হয়েছে। তিনি দাবি করেন, আঠারো নম্বর রাউন্ড পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন। উনিশ ও কুড়ি রাউন্ডে তাঁকে হারিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে নিশীথকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সে প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথের মৎস্যমুখী করা নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য এদিন পাল্টা দাবি করেন, শুভেন্দু অধিকারী পুরোপুরি মিথ্যে বলছে। প্রায় সব কয়টি রাউন্ডে তৃণমূল প্রার্থী এগিয়ে ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের সেই তথ্য তাঁরা তুলে ধরবেন বলেও জানান।

আটদিন পর জেলায় ফিরে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ নিশীথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটে পরাজয়ের পর দিল্লি চলে গিয়েছিলেন কোচবিহার লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। আট দিন পর দিল্লি থেকে ফিরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আক্রান্ত কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপির ওই প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী। ১২ জুন বুধবার কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে নিশীথ ইভিএমে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সেই সঙ্গে ছাপ্পা ভোটেরও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, "প্রায় শতাধিক বুথের ইভিএমের নম্বরের সঙ্গে ফর্ম সেভেন্টিন সি'র নম্বর মিলছে না। তা নিয়ে গণনা কেন্দ্রে তাঁদের কাউন্টিং এজেন্টদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে শুরু করলে গ্রেফতার করা হয়।" সেক্ষেত্রে ইভিএমে কারচুপি হয়েছে বলে মনে করছেন তারা। সেই সঙ্গে কোচবিহার লোকসভার আট শতাংশ বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলেও মনে করছেন নিশীথ। তিনি দাবি করেন, ওই বুথগুলিতে সব মিলিয়ে তাঁর ভোট সংখ্যা ছয় হাজার। তৃণমূলের এক লক্ষের উপরে। সে সব নিয়ে আইনি পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নিশীথ। তিনি বলেন, "তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার পরেও আট শতাংশ বুথের ভোট এবং শতাধিক ইভিএম মেশিন নিয়ে আমাদের অভিযোগ রয়েছে। যা নিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জের পথে যাব। প্রয়োজনে আইনি পথেও যাওয়া হবে।" যা শুনে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "ভোটের পর নিশীথ প্রামাণিক বললেন তিনি লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন। যখন হেরে গেলেন তখনও কোনও বক্তব্য নেই। আটদিন পর বলছেন ছাপ্পা হয়েছে, ইভিএম গন্ডগোল হয়েছে, এসবের কোনও মানে হয় না। এটুকু বলব পরাজয় স্বীকার করে নিতে শিখুন।"

গত ৪ জুন লোকসভা ভোটের গণনা হয়। কোচবিহার আসনে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে

বিজেপি প্রার্থী নিশীথকে হারিয়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। গণনার দিন বিকেলেও কাউন্টিং হল থেকে বের হওয়ার পর নিশীথের আর দেখা পাওয়া যায়নি। তিনি কোথায় গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে জেলায়। নিশীথ এদিন জানান, তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন। ভোটের ফলের কিছু নিয়ম থাকে। তা মেনেই তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করতে গিয়েছিলেন। নিশীথ স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সেই দায়িত্ব তিনি হস্তান্তর করেছেন। এদিন তাঁর পরাজয়ের পিছনের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে আরও একাধিক অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, গ্রামে গ্রামে আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নামে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তৃণমূল। এছাড়াও কিছু জায়গায় মানুষকে ভোট দিতে বাঁধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন। সেই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, গতবারের তুলনায় এবার বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন। ভোট সংখ্যা কমেনি। সে কারণে ভোটারদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। তবে হারের পিছনে অন্তর্ঘাত বা রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়ের কাজ না করার অভিযোগ উড়িয়ে দেন তিনি। নিশীথ বলেন, "যাকে যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয় তা করা হয়েছে।" সেই সঙ্গে তিনি জানান, আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে বৃহস্পতিবার থেকে গ্রামে গ্রামে সফর যাওয়ার কর্মসূচি নিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আক্রান্ত কর্মীদের বাড়িতে ও বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে যান নিশীথ। সেখানে গিয়ে দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে প্রধান ও পঞ্চায়েতদের সাথে দেখাও করেন তিনি। বৃহস্পতিবার নিশীথ কোচবিহার উত্তর বিধানসভার ঢাংটিংগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে যান। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরে সেখান থেকে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যান। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত কর্মীদের সাথে দেখা করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে বড়রাংরস গ্রাম পঞ্চায়েতে যান। সেখানে গিয়েও দলীয় নেতৃত্ব ও আক্রান্ত কর্মীদের সাথে কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "আমরা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গিয়েছি, যেগুলো আমাদের দখলে রয়েছে। সেখানে গিয়ে সাধারণ কর্মীদের সাথে কথা বলেছি। ওই এলাকা গুলিতে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করেছে তৃণমূল। আমাদের কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা আরও উজ্জীবিত হয়েছে। আমরা নিশ্চিত ভাবে মাটি আঁকড়ে ধরে লড়াই করব। সাধারণ মানুষের জন্য যেমন আওয়াজ তুলেছি, সেটা করব। যদি কোথাও কোন কর্মী আক্রান্ত হয় বা নিপীড়িত হন, সেখানে আমরা যাচ্ছি। তাদের পাশে থাকবো।" তিনি জানান, কোথাও যদি কোন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হন বা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তাহলে একটা জরুরি মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়েছে। সেখানে যদি কেউ ফোন করে, তাহলে দ্রুত আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে ছুটে যাবে, প্রয়োজনে নিশীথও সেখানে যাবেন।

মাশরুম স্টল কোচবিহার শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে সরাসরি কৃষকের উৎপাদিত মাশরুম ও মিলেট জাতীয় খাবার মিলবে কোচবিহার শহরেও। রবিবার শহরের এনএন রোডে একটি ফার্মাস প্রোডিউসার কোম্পানির উদ্যোগে ওই স্টল চালু করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী শঙ্কর সাহা, সাতমাইল সতীশ ফার্মার প্রোডিউসার সংস্থার সম্পাদক অমল রায়। অমল জানান, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে মাশরুম এবং মিলেট নিয়ে প্যাকেজিং করে ওই স্টলে বিক্রি হবে।

বিজেপির জেলাস্তরেও সাংগঠনিক রদবদলের সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্য ও জেলায় ফল খারাপের পরে সংগঠনের খোলনলচে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার রাস্তায় হাঁটছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব দ্রুত সর্বভারতীয় থেকে রাজ্য এবং জেলায় নতুন করে কমিটি ঘোষণা করা হবে। কোচবিহারে ওই কমিটিতে কাদের রাখা হবে, আর কাদের রাখা হবে না তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কোচবিহার লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের পরাজয়ের পর আলোচনা শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোচবিহারে জেলা সভাপতি সুকুমার রায়কে পুনর্বহাল রাখা হবে না কি নতুন কাউকে সভাপতি পদে বসানো হবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই দুটি ক্ষেত্রেই সভাপতি বদল হচ্ছে এটা স্পষ্ট হয়েছে। নতুন রাজ্য সভাপতি ঘোষণার পরে জেলাস্তরেও সাংগঠনিক রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এর আগে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। সেক্ষেত্রে পুরনো কিছু নেতৃত্বকে রাখার পাশাপাশি নতুনদেরও সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু কোচবিহারের কি হতে পারে তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। কোচবিহারের এবারে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক হেরে গিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তা নিয়ে দলের চাপ রয়েছে সংগঠনের উপরে। সেক্ষেত্রে দলের জেলা সভাপতির ক্ষেত্রেও নতুন কিছু ভাবনা আসতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় অবশ্য বলেন, "সাংগঠনিক রদবদল হতেই পারে।" তার বাইরে আর তিনি কিছু বলতে চাননি। এবারে কোচবিহারে লোকসভা নির্বাচনে ৩৯ হাজার ২০৫ ভোটে পরাজিত হয় বিজেপি প্রার্থী। তার মধ্যে দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। বাকি তিনটি বিধানসভা কোচবিহার উত্তর, নাটাবাড়ি ও মাথাভাঙায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তবে সুকুমারের বিধানসভা কোচবিহার উত্তরে সব থেকে ভালো ফল করে বিজেপি। ওই বিধানসভায় প্রায় ১৮ হাজার ভোটে লিড নিয়েছে বিজেপি। সেক্ষেত্রে সাংগঠনিক রদবদল হলেও কাকে রাখা হবে আর কাকে হবে না তা নিয়ে চর্চা রয়েছে।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী, উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ৯ জুন সোমবার সন্ধ্যায় দিনহাটা-১ ব্লকের পুঁটিমারির কোয়ালিদহ গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তৃণমূল কর্মীর নাম ধনেশ্বর দাস। তাঁর বাড়ি কোয়ালিদহে। ধনেশ্বরের পায়ে গুলি লেগেছে। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকায় কোচবিহারে রেফার করা। ওই ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির দুষ্কৃতীরা এলাকায় অশান্তি ছড়াতে ওই ঘটনা ঘটিয়েছে। বিজেপির অবশ্য পাল্টা দাবি, ওই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের ওই ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি এদিনই তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরাণ-ফুলবাড়ি-১ অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি রাজকান্ত বর্মার বাড়িতে বোমা রাখার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে বোম উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ওই ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গত ৪ জুন ভোট গণনার পর থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগে সরব হয় বিজেপি। বিজেপির দাবি, গ্রামে গ্রামে বিজেপি কর্মীদের মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। বহু কর্মীকে বিশাল অঙ্কের টাকা চাঁদা হিসেবে ধরা হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "দলের কোনও কর্মী যদি গন্ডগোলের মতো কার্যকলাপ করে তাহলে দল কঠোরভাবে ব্যবস্থা নেবে এবং প্রশাসন কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু বিজেপি বিভিন্ন এলাকায় গন্ডগোলের চেষ্টা করছে।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "তৃণমূল মানেই বোম বন্দুকের রাজনীতি। আর এসব নিয়েই তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে। তারাই হামলা করেছে। কিছু জায়গায় গোষ্ঠীকোন্দলে বিজেপির নাম দিচ্ছে।" বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, শাসক দলের সন্ত্রাসে দু'শো জনের উপরে কর্মী ঘরছাড়া হয়ে জেলা পার্টি অফিসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে আগামী ১৫ জুন শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহারে আসবেন।

আরও ভোট কমল বাম-কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের ভোট আরও কমল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালের নির্বাচনে বামেরা কোচবিহার লোকসভা আসনে তিন শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিল। এবারে দুই শতাংশের নিচে ভোট নেমেছে। তা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে দুই শরিকের মধ্যে। একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলেও সরব হচ্ছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক বরাবর প্রার্থী দেয়। এবারেও বামেদের পক্ষ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দিয়েছে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ বলে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নীতীশ রায়কে প্রার্থী করে ফব। সিপিএমের একটি অংশের অভিযোগ, এবারে ফব প্রার্থী নির্বাচনে সঠিক ভূমিকা নেয়নি। আরও পরিচিত ও লড়াকু মুখ প্রার্থী করতে হয়। সিপিএমের অভিযোগ মানতে নারাজ ফরওয়ার্ড ব্লক। ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি অংশের

দাবি, সিপিএমের ভূমিকা এবারে ঠিক ছিল না। প্রকাশ্যে অবশ্য তারা বিশেষ কিছু বলছে না। সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় জানান, ভোট কমে যাওয়ার কারণ নিয়ে আগামী ১৫ ও ১৬ জুন বৈঠক ডেকেছে কোচবিহার জেলা সিপিএম। এর পরেই ১৯ ও ২০ জুন সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকও রয়েছে। সেখানে জেলার রিপোর্ট তুলে ধরা হবে। তিনি বলেন, "খারাপ ফল হয়েছে তা লুকানোর বিষয় নয়। গত লোকসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের থেকেও এবারে খারাপ ফল হয়েছে। বৈঠকে বুথ ধরে ধরে ভোটের হার নিয়ে আলোচনা হবে। কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে তা খুঁজে বের করে আগামীতে এগিয়ে যাওয়া হবে।" ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলার সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর জানান, আগামী ১৫ জুন দলের জেলা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে হারের কারণ নিয়ে বুথ ভিত্তিক আলোচনা হবে। তিনি বলেন, "এবারে আমরা গতবারের তুলনাতেও কম ভোট পেয়েছি। কেন এমন হল তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। তার পরেই ভোট কমে যাওয়ার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।" সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, "বামফ্রন্টের আর কোনও যৌক্তিকতা আছে কি না তা নিয়ে আমরা ভাবছি। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট কোনও ভাবে সমর্থন যোগ্য নয়। চলতি মাসের ২৮ তারিখ রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক রয়েছে। সেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে।" কংগ্রেস ২০১৯ সালের নির্বাচনে ১.৮৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবারে তা এক শতাংশের নিচে নেমেছে। কংগ্রেসের একটি অংশের দাবি, এবারে ভোট সরাসরি ভাবে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একপক্ষ বিজেপির পক্ষে, অপরপক্ষ তৃণমূলের পক্ষে। তাতেই বিরোধী অন্য দলগুলির ভোট কমে যায়। কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার কার্যকরী সভাপতি রবিন দেব বলেন, "পুরোপুরি মেরুকরণ হওয়াতে ভোট কমেছে।"

'বিভীষণ'দের খোঁজ শুরু শাসক দলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির কাছে টাকা নিয়ে দলীয় প্রার্থীকে পরাজিত করার চেষ্টা করছে তৃণমূলের কিছু নেতা-কর্মী। তাদের 'বিভীষণ' আখ্যা দিয়ে খুঁজে বের করার কাজ শুরু করল তৃণমূল। শুধু খুঁজে বের করা নয়, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও উঠেছে দলের অন্দরে। যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলে থেকে দলের ক্ষতি করতে না পারে। ১৬ জুন রবিবার কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে জেলা কমিটির বৈঠক করে তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে জয়ের পরে এটাই ছিল প্রথম বৈঠক। সেখানেই ওই বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন নেতারা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ওই বিষয়ে সব থেকে বেশি সরব ছিলেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি ওই বৈঠকে দাবি করেছেন তাঁর কাছে এমন কিছু নাম রয়েছে। প্রয়োজনে তিনি সেই নামের তালিকা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতির হাতে তুলে দেবেন। বৈঠক শেষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "কোথায় কি ফল হয়েছে তা নিয়ে দলের মধ্যে পর্যালোচনা হচ্ছে। তা নিয়ে বাইরে কিছু বলতে চাই না। যে এলাকায় যিনি দায়িত্বে ছিলেন অবশ্যই তাঁর দায়িত্ব থাকবে। সে কথা আলোচনায় উঠে এসেছে। আর দলের মধ্যে কিছু 'বিভীষণ' রয়েছে। যারা বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "দলের মধ্যে থেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে অনেকে। না হলে জয়ের ব্যবধান এক লক্ষ ভোট হত। যারা এমন করেছে তাদের তালিকা তৈরি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃণমূলের প্রার্থীর জয়ের পরেও সন্তুষ্ট নয় শাসক দল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোন এলাকায় দলীয় প্রার্থী বেশি ভোট পেয়েছে, কোন এলাকায় কম ভোট পেয়েছে তা নিয়ে সেই বৈঠকে কার্যত বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন জেলা তৃণমূলের নেতারা। বিশেষ করে শহর এলাকায় ভোট কেন কম পড়ল কার তা নিতে রীতিমতো একে অপরের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। কিছুটা হলেও বিতর্ক ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন তৃণমলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, "শহরে এবারে অন্যরকম ভোট হয়েছে। সে জন্য আমরা পিছিয়ে। এজন্য আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। আমরা বিধানসভায় শহরে ভালো ফল করব।"

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তৃণমূলের সভায় ব্লক ধরে ধরে আলোচনা হয়। কোন ব্লকের কি ফল, কেন এমন ফল তা নিয়ে আলোচনা হয়। তা নিয়েই

কার্যত বিরোধ তৈরি হয়। উদয়ন গুহ, শহরের ভোটের ফল নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মূলত পুরসভার দায়িত্বে থাকা চেয়ারম্যানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করান। এবারে কোচবিহার জেলার ছয়টি পুরসভাতেই ভোটে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। তার মধ্যে কোচবিহার দিনহাটায় বড় ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসক দল। দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, উদয়ন শহরের ওই ফলের জন্য দিনহাটার বিধায়ক হিসেবে নিজে এবং দিনহাটা শহর ব্লকের সভাপতি বিশু ধরের দায়ের কথা স্বীকার করে নিয়েও মূল দায়িত্ব চেয়ারম্যানের বলে সরব। সে জন্য দিনহাটার চেয়ারম্যানের জবাবদিহিও চান। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। দলের একটি অংশ মনে করছে, উদয়ন ওই বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শহরের উন্নয়নের কাজ করে চেয়ারম্যান। আর ভোটের বিষয়টি দেখে সংগঠন। স্বাভাবিক ভাবেই খারাপ ফল চেয়ারম্যানের জন্য এটা কখনও যুক্তির কথা নয়।" দলের আরেকটি অংশ দাবি করেন, শীর্ষ নেতারা যে যে এলাকার তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসক দল। সেক্ষেত্রে দলের নিচুতলার কর্মীদের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদেরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন রয়েছে।

বৈঠকে দেখা যায়, একুশ জন অঞ্চল সভাপতি ও দু'জন ব্লক সভাপতি অনুপস্থিত। তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ। তিনি বলেন, "এমন চলতে পারে না।" পরে অবশ্য তিনি বলেন, "নানা কারণে অনেকে আসতে পারেননি। সবার কাছে তা নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।" দলীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাতে কোনও কাজের জন্য টাকা আদায় না করা হয় তা নিয়েও নিচুস্তরের নেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "যে এলাকায় আমরা ভোট বেশি পেয়েছি। সেখানে আগে উন্নয়নের কাজ হবে। সবার একটু উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। সে জন্য এই কাজ করতে হবে। তবে আমাদের লক্ষ্য আগামী বিধানসভায় জেলার ৯ টি আসনের সবকয়টি দখল করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

এবার অনন্তকেও তোপ জীবনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার থেকে ফিরতেই ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে হুঁশিয়ারি দিল কামতপুর লিবারেশনের প্রধান জীবন সিংহ। ১৯ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জীবনের একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ্যে আসে। সেখানে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করেন। তার অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোচ-রাজবংশী মানুষের উপরে অত্যাচার করছে। স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করছেন বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই তালিকায় তিনি একাধিক গ্রেটার সংগঠনের নাম উল্লেখ করেন। বংশীবদন বর্মণের পাশাপাশি অনন্ত রায়ের নামও উল্লেখ করেন তিনি। এদিন গ্রেটার নেতা ও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত রায়ের (মহারাজ) সঙ্গে দেখা করেন। তারপরেই জীবনের ওই বার্তা প্রকাশ্যে আসে। ধরে নেওয়া হয়, সে কারণেই অনন্ত রায়ের দিকেও আঙুল তুলেছেন জীবন। এর আগে বহুবার অনন্ত রায়ের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন জীবন। তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় অবশ্য জীবন সিংহের আর কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, "জীবন সিংহ বিজেপির আশ্রয়ে রয়েছেন। তাকে যেমন শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তেমন বলছেন। তার কথার কোনো গুরুত্ব নেই।"

চলছে বৃষ্টি, বেড়েছে নদীর জল, সতর্ক প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বর্ষা মানেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা। বছরের পর বছর ধরে এমন চিত্রই দেখে আসছে কোচবিহার। কোথাও বছরের পর বছর বাঁধের দাবি করেও লাভ হয়নি বাসিন্দাদের। সেইসব অসংরক্ষিত এলাকায় বানভাসি হওয়া প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারেও দিন কয়েক আগেই মৌসুমী বায়ু ঢুকে পড়েছে উত্তরবঙ্গে। দিন কয়েক ধরে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়তে শুরু করেছে নদীর জল। ইতিমধ্যেই অসংরক্ষিত বহু এলাকায় নদীর জল ঢুকে পড়েছে। বৃষ্টির জলেও বহু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির দিকে এগোতে শুরু করেছে। সেসব কথা মাথায় রেখে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসনও। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে দফায় দফায় বৈঠক করা হয়েছে। তৈরি রাখা হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা টিমকেও। যে কোনও সময় প্রয়োজন হলে যাতে দ্রুত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে প্রশাসন সেই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবা কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, প্রচুর পরিমাণ জলীয়বাষ্প তরাই অঞ্চলে ঢুকেছে। যে কারণে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আগামী তিনদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাতে উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কোচবিহার সদরের মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তোর্সা সহ কোচবিহারের কোনও নদীতেই জল এখনও বিপদ সীমার পার করতে পারেনি। আমরা পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছি। বিপর্যয় মোকাবিলা দল প্রস্তুত রয়েছে। যে কোনও সময় প্রয়োজন বুঝে কাজ শুরু করা হবে।" উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবা কেন্দ্রের নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গত এক সপ্তাহে অতি বৃষ্টিপাত হয়েছে কোচবিহারে। মৌসুমী অক্ষরেখার অগ্রগতি হয়েছে। প্রচুর পরিমাণ জলীয়বাষ্প প্রবেশ করেছে তরাই অঞ্চলে। তাতে আরও অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। নদীর জল বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সব মিলিয়ে সতর্কতা নিতে হবে। এই সময় প্রচুর বজ্রপাত হবে। তা নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে।"

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবা কেন্দ্র সূত্রেই জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই মৌসুমী বায়ু উত্তরবঙ্গে ঢুকেছে। আর তারপর থেকেই শুরু হয় বৃষ্টি। গত সাতদিনে কোচবিহার জেলায় ৫৯৭.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর তাতে পুকুর, ডোবা, খেত জলের তলায় চলে গিয়েছে। আগামী কয়েকদিন এমন ভাবে বৃষ্টি চললে পরিস্থিতি খারাপ হবে। বৃষ্টি হলেই একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে। তার উপর নদীর জল বাড়লে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। সে কথা মাথায় রেখেই নদীর ধারে অসংরক্ষিত এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। গত তিনদিনে তোর্সার জল বাড়ায় নদীর উপরে থাকা বাঁশের সাকো ভেঙে গিয়েছে। তোর্সার পাশে থাকা খেতের শস্য যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য কৃষকদের সতর্ক করা হয়েছে। কয়েকজন কৃষক বলেন, "যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে ফসল জলের তলায় চলে যেতে শুরু করেছে। তাতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।"

জল-যন্ত্রণা কোচবিহার শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অল্প বৃষ্টিতেই জলে থইথই হল কোচবিহার। ১১ জুন মঙ্গলবার রাতে কোচবিহার শহরে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়। আর তাতেই শহরের একাধিক রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। অল্প বৃষ্টিতেই শহরের ওই হাল নিয়ে জল-যন্ত্রণার আশঙ্কা করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ বাসিন্দাদের মনে। কেন নিকাশি পরিষ্কার করে শহরকে জলবন্দি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, প্লাস্টিক, থার্মোকলের মতো আবর্জনা ফেলে নিকাশি প্রায়। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "নিকাশি পরিষ্কার রাখতে ধারাবাহিক কাজ চলছে। কোথাও কোথাও দিন সাতেকের মধ্যে আবর্জনা ফেলে নিকাশির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বড় নিকাশিগুলির মুখ পরিষ্কার করার কাজ চলছে। আশা করি মানুষকে খুব বেশি অসুবিধেয় পড়তে হবে না।"

ফি বছর বর্ষার সময়ে জলে ভাসতে দেখা যায় কোচবিহার শহরকে। কেশব রোড, বিশ্বসিংহ রোড থেকে শহরের একাধিক গলি জলে থইথই করে। এমনকী এর আগে একাধিকবার কোচবিহার সুনীতি রোডের উপর দিয়ে জলের স্রোত বইতে দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, শনিবার রাতের বৃষ্টিতে ভবানীগঞ্জ বাজারের একটি রাস্তায় জল জমে যায়। রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ রোডের নিকাশি উপচে জল রাস্তায় চলে আসে। কেশব রোডেও জল জমে যায়। কোচবিহার শহরের এক বাসিন্দার কথায়, "সন্ধ্যার একপশলা বৃষ্টিতে একাধিক রাস্তায় জল জমে যায়। রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ রোডের নিকাশি উপচে রাস্তায় জল চলে আসে। আসন্ন বর্ষার জল ছবির কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি।" অভিযোগ রয়েছে, নিকাশি দখল করে কোচবিহার শহরের একাধিক জায়গায় অনেক বাড়ি, দোকান তৈরি হয়েছে। পুরসভা তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বর্ষার জল গড়ানোর জন্য রাস্তার দু'পাশের জমি ঢালু রাখা হত একসময়। এখন অনেকে কংক্রিটে মুড়িয়ে রাস্তার দুইপাশ উঁচু করে ফেলছে। নিকাশিতে প্লাস্টিক, থার্মোকল দিয়ে ভরে গিয়েছে। আগে প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে বর্ষার জল গড়িয়ে নীচু জায়গা বা দীঘিতে জমা হত। এখন দিঘির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কোচবিহার শহরের বাসিন্দা বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "পরিকল্পনাহীন ভাবে কাজ করা হয়েছে। যার পরিণামে বর্ষাকালে মানুষকে জলে ডুবতে হচ্ছে।"

টিম কোচবিহারের প্রশংসা মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কোচবিহারকে পাখির চোখ করেছিল তৃণমূল। রাজ্যে পালাবদলের পর বাম ঘাঁটি কোচবিহার হয়ে ওঠে সবুজ গড়। ২০১৯ সালের বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে সেই গড় ভেঙে পড়ে। আর সেই 'গড়' পুনরুদ্ধারে এবারে পুরো শক্তি প্রয়োগ করে তৃণমূল। আর তাতে সফল হয়ে খুশি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৮ জুন কালীঘাটের দলের জয়ী প্রার্থী, জেলা সভাপতি এবং মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে প্রকাশ্যেই কোচবিহারের নেতাদের প্রশংসা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এভাবেই টিম নিয়েই আগামী নির্বাচনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শনিবার কালীঘাটের বৈঠকে কোচবিহার থেকে জয়ী প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। ওই তিনজনতো বটেই তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণরা দিনরাত এক করে কাজ করেছেন। সে সমস্ত রিপোর্ট নেত্রীর কাছেও রয়েছে বলে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন। সব মিলিয়েই দলনেত্রী খুশি হয়েছে। জগদীশেরও প্রশংসা করেন তিনি। জগদীশ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের ফলে খুশি হয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। টিম কোচবিহার বলে তিনি উল্লেখ করেন। আগামীতে নেত্রীর নির্দেশে আমরা এগিয়ে যাব।" কোচবিহারে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই লড়াই অনেকটাই কঠিন ছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫৪ হাজারের বেশি জয়ী হয়েছিলেন নিশীথ। নিশীথকে পরাজিত করতে এবারে মরিয়া হয়েছিল তৃণমূল। দলনেত্রী থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার কোচবিহারে এসেছেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। সেভাবেই এগিয়ে সফলতা পায় রাজ্যের শাসক দল। অভিজিৎ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের ফলে খুব খুশি হয়েছেন। তিনি জেলাবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। আমরা সবাই যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছি তারও তিনি প্রশংসা করেছেন। এখন আমাদের লক্ষ্য বিধানসভা। নেত্রীর নির্দেশ মেনে নয়টি আসন দখলের চেষ্টা করব আমরা।"

একসময় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার হয়ে ওঠে কোচবিহার। ২০১৯ সালে ভোটে হেরে যাওয়ার পর বাইশ বছরের দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে কখনও বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, পার্থপ্রতিম রায়, গিরীন্দ্রনাথ বর্মণকে দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে দ্বন্দ্বে রাশ টানতে পারেনি। কখনও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-উদয়ন গুহ, কখনও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-পার্থপ্রতিম রায় দ্বন্দ্বে উত্তাল হয়ে ওঠে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা রাজনীতি। একুশের নির্বাচনেও কোচবিহারে খারাপ ফল করে তৃণমূল। আর তা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন রাজ্য নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী কোচবিহারে দলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে সরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই কোচবিহারের রাজনীতি দেখার ভার কাঁধে তুলে নেন। পার্থপ্রতিম রায়কে সরিয়ে জেলা সভাপতি করা হয় অভিজিৎ দে ভৌমিককে। কোনও ভাবে যাতে দলে দ্বন্দ্ব না থাকে সে কথা মাথায় রেখে অভিজিৎকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন অভিষেক। অভিষেক নিজেও দফায় দফায় কোচবিহারে এসে বৈঠক করেন। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পরে তিনি কোচবিহারে এসে শুধু জেলার শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। দল মনে করছে, অভিজিৎ নিজেও সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে সফল হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটের ফলে খুশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতর্কবার্তা পুলিশ সুপারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সিবিআই-এনআইয়ের নাম করে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হতে পারে, সাইবার ক্রাইম নিয়ে এমনই সতর্কবার্তা দিল কোচবিহার জেলা পুলিশ। সোমবার রাতে কোচবিহার জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে বিষয়ে বাসিন্দাদের সতর্ক করে একটি ভিডিও বার্তা দেন জেলা পুলিশ সুপার। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সেখানে বলেন, "সাইবার অপরাধীরা নিত্য নতুন ফাঁদ তৈরি করছে পৃথিবী জুড়ে। তাদের নতুন পদ্ধতি ডিজিটাল অ্যারেস্ট। এই পদ্ধতিতে তারা সিবিআই এনআইএ বা অন্য কোনও সংস্থার নাম করে ভয় দেখাবে। ভয় দেখাবে আপনি কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত। কিছুদিন আগেই একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি প্রায় দশ লক্ষ টাকা এভাবে দিয়ে ফেলেছেন। এই ধরনের অপরাধ আপনাদের সঙ্গে সংগঠিত হলে অবিলম্বে ১৯৩০ নম্বরে ডায়াল করুন। অথবা সাইবার থানায় জানান।" বেশ কয়েকবছর ধরে পুলিশ-প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকের নাম ভাঙিয়ে পেজ তৈরি করে সাধারণ মানুষের পয়সা হাতানোর চেষ্টা শুরু করে সাইবার অপরাধীরা। কোচবিহারের পুলিশ সুপারের নামেও এমন 'ফেক পেজ' তৈরি করা হয়েছিল। মেসেঞ্জারের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের নাম ভাঙিয়ে টাকা হাতানোর চেষ্টার অভিযোগও ওঠে। তা নিয়েও একাধিকবার সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন জেলা পুলিশ সুপার। এবারে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নিয়েও সতর্কবার্তা দিলেন তিনি।

যাত্রীদের কলকাতা পৌঁছাতে অতিরিক্ত পরিষেবা দিল নিগম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আটকে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধারে বাস পরিষেবা দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। সেই সঙ্গে সোমবার বিকেল থেকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ি-কলকাতা অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালুর ঘোষণা করেছে নিগম। সে সংক্রান্ত প্রচারও করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১০ টি বাস দুর্ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, "শিলিগুড়ি থেকে প্রতিদিন কলকাতায় নিগমের তিনটি বাস চলাচল করে। এদিন আরও অতিরিক্ত পাঁচটি বাস চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে দুটি বাসের যাত্রী আসন পুরো হয়েছে। বাকি তিনটি বাস তৈরি রাখা হয়েছে।" সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু মানুষ জখম হয়েছেন। ট্রেনের মধ্যে অনেক যাত্রী ছিলেন। তাঁদের যাতে উদ্ধার করে দ্রুত নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সে জন্য ঘটনাস্থলে বাস পাঠানো হয়।"

গুয়াহাটি থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ওই ট্রেন ভোর সাড়ে ৪ টা নাগাদ নিউ কোচবিহারে পৌঁছায়। তারপর ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড হয়ে এনজেপি পৌঁছায়। সন্ধ্যের মধ্যে ওই ট্রেন হওড়ায় পৌঁছায়। স্বাভাবিক ওই ট্রেন উত্তরবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিনে দিনে কলকাতা যাওয়ার জন্য অনেকেই ওই ট্রেনের উপরে ভরসা করে। সে কারণে ওই ট্রেনে উত্তরবঙ্গের অনেক যাত্রী থাকেন। এদিনও তাই ছিল। নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ট্রেনে বহু মানুষ কলকাতায় ফিরছিলেন। আবার উত্তরবঙ্গ নানা কাজে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। সেই যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় নিগম। নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, "যে কোনও সমস্যায় নিগম সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। এবারেও রয়েছে। সবদিক ভেবেই নিগমের অতিরিক্ত বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে।"

সম্পাদকীয়

নিরাপদ যাত্রা?

ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন ট্রেন আসছে। কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে দ্রুততম ট্রেনও নেমে গিয়েছে। সে সব আমাদের নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত করছে। এ কথা অস্বীকাররের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু এই ট্রেন পথেই প্রতিনিয়ত ঘটে চলা দুর্ঘটনা এক চরম সঙ্কটও তৈরি করেছে। 'নিরাপদ যাত্রা' শব্দের আজ কোনও অর্থ নেই। আমরা পর পর গত কয়েকবছরে একের পর এক দুর্ঘটনা দেখে এসেছি। যেখানে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বহু মানুষ কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। বহু মানুষ দীর্ঘসময় চিকিৎসা করিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মানুষের এমন পরিণতির জন্য দায়ী কে বা কারা? সে সব নিয়ে কি ভাবনাচিন্তা আদেও হয়। যদি হয় তাহলে বারে বারে পুনরাবৃত্তি কেন? কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার আগে গোটা দেশে পর পর বেশ কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেখানে দুর্ঘটনায় পড়েছে, তার কয়েকটি স্টেশন।আগে গাইসালে একসময় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল। সে স্মৃতি ঘুরে বেড়ায় মানুষের মুখে মুখে। কিছুদিন আগেই ধূপগুড়ির কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। করমন্ডল এক্সপ্রেসে তো কত মানুষের মৃত্যু তা বলা কঠিন। এই কোচবিহারের অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ওই দুর্ঘটনায়। সর্বত্র একই চিত্র, দুর্ঘটনার পর ভিভিআইপি দের ছুটে যাওয়া। ক্ষতিপূরণ ঘোষণা। তদন্ত কমিটি গঠন। কিছু দোষারোপের পালা। দিন শেষে ধীরে ধীরে অতীত হয়ে যায় সে দুর্ঘটনা। এসবে কি সবকিছু ঢেকে যায়? একজনের মৃত্যু কি ক্ষতিপূরণেই শেষ হয়। কেন এমন দুর্ঘটনা আটকাতে আরও বেশি তৎপরতা দেখা যায় না। কোথায় পরিকাঠামোগত সমস্যা, কোথায় সিস্টেমে গন্ডগোল, কোথায় কর্মীসংখ্যার ঘাটতি সে সব নিয়ে কেন আরও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয় না। ভারত এগিয়ে যাক, আমরা প্রত্যেকেই চাই। বন্দেভারত ছুটুক। বুলেট ট্রেন আসুক। কিন্তু আরও বেশি 'নিরাপদ যাত্রা' চাই।

কবিতা

চুম্বনের কোলাজ

....অঞ্জনা দে ভৌমিক

দুজনের গল্প এক চিলতে স্বপ্ন,
তুমুল কালবোশেখী, ঘাসের উপর পরে থাকা এক
বাদামী বিকেল আর মায়াবী সন্ধ্যা
তুমি আমি সামনাসামনি।
স্মৃতির শিকর বাকর যেন শূন্য নদীর মতন,
চোখের ছায়ায় জোছনা মেঘ সমুদ্র রঙা আঁচলে
হলুদ পাতার মত টুপটাপ ঝরে যায়
বিবর্ণ ভালোবাসা
শব্দরা তখন বাউন্ডুলে মুশাফীর
অমলতাসের ছায়ায় শেষবারের মত ছুঁয়ে আছে
আগামী তোমার বুকে চুম্বনের কোলাজ
ধীরে ধীরে নদী রাখলাম বুকে,
যেভাবে মেঘ হয়, লাজুক বৃষ্টি হয়
নদী ছোঁয়া বুক আর জীবনের
গল্প বয়ে চলে নিঃশব্দ অভিমানে,
মিষ্টি অভ্যাসে
তোমাকে খুব মনে পড়ে কয়েকটি হাজার রাতে,
এলোমেলো কথার তোড়জোড়ে
তবুও, অনন্ত কাল শুয়ে আছি
চোখের ভাষা না বুঝে।

প্রবন্ধ

ইস্তেহার

...অঞ্জনা দে ভৌমিক

রোদের সাথে মাঠ, নদী পেরিয়ে দুপুরের রাজপথ ছুঁয়ে যাওয়া হয় না আগের মত করে। রাতের আকাশ নিদ্রাহীন ঠিকানা ছুঁয়ে সাঁতার কাটে স্বচ্ছ চোখের জলে, সেই চোখ তো দীঘি। দক্ষিণের জানালায় জোছনার শীর্ণ মুখ, ক্লান্ত শরীর, ফেরারী সময়। যেন, কতকালের অভ্যাসের ভুল শত চেষ্টায় আর ফিরবে কি উষ্ণ গোধূলী, নিষ্পাপ রাতে সেই সেতারের ধুন? জানিনা, বুঝিনা। হয়তো বা হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়াবে নীরবে সন্ধ্যা নদীর তীরে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস থেকে! ফেরার তো একটা ঠিকানা থাকে! থাকে, হিসেব নিকেশ, লাভ লোকসান বুঝে নেওয়ার অন্তিম মধ্যরাত। সেই রাত নিবিড় হলে চোখ জুড়ে ঝমঝম বৃষ্টির আলিঙ্গনে কেও কি জেগেছে সারারাত ভোরের ভেজা ঘাস ছোঁয়ার আবদারে? সে তখন প্রবল বেহিসেবি নির্বাক আঁধার, নিভু নিভু প্রেমের প্রদীপ রাত্রি জাগরণ শেষে, এ ভুলের পরাজিত মনে ঝড়ের রাতের আকাশ প্রসারিত নভমূলে উড়ন্ত মেঘের মত। ভুলে যাওয়ার অভ্যাস থেকে কতই না ভাঙন অবিরাম টুপটাপ ঝরে নিঃশব্দে, শিউলি বাতাসে, ধূসর ক্যানভাসে। জীবনের ইস্তেহার জমা রেখে যায় কতকাল ধরে, সে হিসেব রাখে কে? না তুমি, না আমি হয়তো বা আবার হেঁটে যেতে ইচ্ছে হবে ছায়া রাখা পথে কোনো এক নরম বিকেলে হাতে হাত রেখে।

বেআইনি মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: গ্রামে বেআইনি মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দফায় দফায় বিক্ষোভ মহিলাদের। প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক মদ কারবারির হাতে নিগ্রহের অভিযোগ মহিলাদের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার টিলডাঙ্গি গ্রামে। ভালুকাগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দুই ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে মহিলারা বিক্ষোভ তুলে নেন। এরপর এক বেআইনি মদ বিক্রেতাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযোগ, গ্রামে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পানের দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে চলছে মদের কেনা-বেচা। বাড়ির পুরুষরা মদের প্রতি অনেক বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে তারা। এতে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অসাধু কারবারিদের গ্রামের মধ্যে মদ বিক্রি করতে বারণ করা হলেও তারা কোনও কথা শুনছে না। অপরদিকে সন্ধ্যা হতেই বাইরে থেকে গ্রামে মদের ঠেকে মদ পান করতে আসছে। এর ফলে এলাকায় অসম্ভব হারে বেড়ে গিয়েছে মদ্যপ ব্যক্তিদের উপদ্রব ও চুরি। দিনের আলোতে বাড়ির উঠোন থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে বাইক ও সাইকেল। রাতের অন্ধকারে মদ্য ব্যক্তিদের অত্যাচার ও অসভ্য আচরণ ধেয়ে আসছে এলাকার মহিলাদের উপর। এলাকা নেশার আখড়া হয়ে যাওয়ায় ছোট ছোট শিশুরাও বিপথে চালিত হচ্ছে। মহিলারা ভয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ির বাইরে কোন কাজে যেতে পারছে না। স্কুল কলেজের ছাত্রীরা রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে।

আমের গায়ে কিউআর কোড

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: আমের গায়ে কিউআর কোড। সেখানে স্ক্যান করলেই আম সম্পর্কে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসবে। মালদার আম কিনা সে তথ্য জানতে পারবেন আপনি। নতুন এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মালদার আমে। মালদহ জেলা উদ্যান পালন দফতরের পক্ষ থেকে এই বছর থেকেই এই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদহের লক্ষণভোগ, ফজলি ও হিমসাগর আম জিআই পেয়েছে। এই তিন প্রজাতির আমে প্রথম কিউআর কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। মালদহের রতুয়ার দেব নারায়ন ঘোষ নামে এক আমচাষী প্রথম কিউআর কোড ব্যবহারে এগিয়ে এসেছেন। উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতা এই প্রথম তিনি তিনটি প্রজাতির আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করছেন। দিল্লি আম মেলায় তিনি আম নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর বাগানের আম কিউআর কোড ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে জেলার সমস্ত কৃষকদের আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে খুব সহজেই মালদহের আম চিনতে পারবেন সাধারণ ক্রেতারা।

ফাঁসির ঘাট এলাকা পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বুধবার বেলা বারোটা নাগাদ কোচবিহারের তোর্ষা নদীতে প্রবল জলস্তর বেড়ে যাওয়া ফাঁসিরঘাট এলাকা পরিদর্শনে এসে লোক জনের খোঁজ খবর নিচ্ছেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এদিন তিনি পরিদর্শনে এসে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, দু'বছর আগে আমরা আইআই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে নদীর পার দিয়ে বাঁধ বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো কেন হলো না তা জানা নেই। আমরা আশা রাখবো মানুষের সুবিধার্থে নদীর পাড়ে বাঁধ তৈরি করে দেবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট। যদি এটা পৌরসভার পক্ষ থেকে করা যেত তাহলে আমরা করে দিতাম। যেহেতু এটা এডিকেশন ডিপার্টমেন্টের তাই আমরা এটা করতে পারবো না। তবে আমরা মানুষের পাশে রয়েছি।

প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় প্রেমিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ফেসবুকে আলাপ, এরপরে প্রেম। একাধিকবার মেলামেশা। স্মার্টফোনে একাধিক প্রমাণপত্র নিয়ে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় যুবতী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দিনহাটা-২ নং ব্লকের বামনহাট-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ লাউচাপড়া গ্রামে। এই নিয়ে এদিন দক্ষিণ লাউচাপড়া গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, দক্ষিণ লাউচাপড়া গ্রামের ছেলে বাপি সেনের সঙ্গে। সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাপির সাথে দীর্ঘ সাত মাস আগে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক ওঠে গোবরাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই যুবতীর। এতদিন ধরে একসাথে সময় কাটানো, পার্কে ঘুরতে যাওয়া,রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, সিনেমা জগতের নায়ক নায়িকার মত হাতে হাত রেখে জীবন সঙ্গীনি করার আশা। এদিন সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু ছেলের মনের কথা প্রেমিকা কখনও বুঝতে পারেনি। ছেলে বিয়ে করব করব করে বিভিন্ন অজুহাতে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখন ছেলে সরাসরি বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। তাই বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে গতকাল রাত থেকে ধর্নায় বসে যুবতী।

ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের সাথে দেখা করলো চাঁচল মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের পরিবারের সাথে দেখা করলো মালদহের চাঁচল মহকুমা প্রশাসন। সোমবার রাতে মালতীপুর বিধানসভার ক্ষেমপুর অঞ্চলের কালিগঞ্জে উদ্বিগ্ন পরিবারের সাথে দেখা করলেন চাঁচলের মহকুমাশাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন চাঁচল ২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী ও মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বকসি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ফাঁসিদেওয়ায় শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় কালিগঞ্জের একটি পরিবারের তিনজন জখম হয়েছেন। ওই এলাকার মহিলাল মণ্ডল তার স্ত্রী ছবি মণ্ডল ও পাঁচ বছরের কন্যা স্নেহা মণ্ডলকে নিয়ে শিলিগুড়িতে যান বিশেষ কাজে। ফেরার সময় তারাও দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বাবা মা আংশিক আহত হলেও মেয়ে গুরুতর অবস্থায় শিলিগুড়ি মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার পরে ওই পরিবারে আতঙ্ক বিরাজ করেছে। পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক ও মহকুমা প্রশাসন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

Vol: 29, Issue: 38, 21 June - 4 July, 2024 পূর্বোত্তর ৫

সন্ত্রাস নিয়ে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সন্ত্রাস পরিস্থিতি তৈরি করে বুথে বুথে বিজেপির সংগঠন দুর্বল করার চেষ্টা করছে রাজ্যের শাসক দল, এমনই অভিযোগ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১৫ জুন শনিবার বেলা দুটো নাগাদ তিনি কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে পৌঁছান। সেই সময় পার্টি অফিসের হলঘরে বিজেপি কর্মীদের ভিড়ে থিকথিক করছে। শুভেন্দু মাইক হাতে জানান, প্রত্যেক বিধানসভা থেকে একজন করে আক্রান্ত মানুষ তাঁদের ও গোটা এলাকার পরিস্থিতির কথা জানান। দু'জন তাঁদের উপরে হওয়া আক্রমণের বর্নানা দেওয়ার পরেই বলতে শুরু করেন নাটাবাড়ির যুবক প্রাণকৃষ্ণ দেব। তিনি বলেন, "আমি বাড়ি ছিলাম না। মহিলা-পুরুষ মিলে পঞ্চাশ জন তৃণমূল কর্মী আমার বাড়িতে হামলা করে। আমার মাকে ও আমার ভাইঝিকে মারধর করে। বাড়িঘর জ্বলিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। আমরা গ্রামে ২০৪ ভোটে বিজেপিকে লিড দিয়েছে। এটাই রাগের কারণ।" এরপরেই তিনি বলেন, "আপনারা ঠিক জায়গায় থাকেন, আপনাদের অসুবিধে নেই। আমরা কি করব? আপনি বাড়ি বাড়ি যান, হাতজোড় করছি। না হলে আমরা বাড়িতে থাকতে পারব না।" দিনহাটার পুঁটিমারীর বাসিন্দা পিঙ্কি দাস শুভেন্দুকে বলেন, "চার তারিখ সন্ধ্যার পরে আমার বাড়ি ভেঙেছে। বাইক মিছিল করে ভাঙচুর করে। সঙ্গে পুলিশ ছিল। আমাদের গ্রামে আটটি বাড়ি ভাঙচুর করে। ঘরে ঢুকে মহিলাদের বের করেছে। ভয়ে কেউ হাসপাতালে যায়নি। একজনের বাড়ি থেকে সোনাদানা লুঠ করেছে। খাবারে বিষ ঢেলে দিয়েছে। আমার মাকে টেনে বের করে জামাকাপড় ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ি না ছাড়লে অবস্থা খারাপ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আমাদের রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার বাবাকে মারধর করা হয়েছে। ১৯ তারিখ কেন্দ্রীয় বাহিনী যাওয়ায় পর আরও বেশি অত্যাচার হবে বলে হুমকি দিয়েছে।" নাটাবাড়ির মহিলা মোর্চার নেত্রী চিত্রবালা অধিকারী বলেন, "আমার বাড়ি ভাঙচুর করে। টিউবওয়েল নিয়ে যায়। আমার ছেলে ও বৌমা দু'জনেই প্রতিবন্ধী। দ্বিতীয়বার আসে, ধর্ষণের হুমকি দেয়।" কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী মৃদুল বিশ্বাস বলেন, "বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে। যাদের বাড়ি ভাঙচুর হয়নি তাঁদের কাছে বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। ধান কাটতে দেওয়া হচ্ছে না। কৃষি মেশিন নিয়ে বাড়ি তুলে দেওয়া হচ্ছে।"

মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে এবারে শুভেন্দু বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক গন্ডগোল নতুন নয়। আপনাদের আমরা মৃত্যুর মুখে ফেলব না। আমরা এমন কিছু করব না যাতে আপনাদের অসুবিধে হয়। একুশেও ভয়ানক সন্ত্রাস হয়েছে। আমরা থামিয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "আমরা ভালো জায়গায় আছি, আপনারা খারাপ জায়গায় তা নয়। আমরা সবাই একই নৌকায় আছি। আমরাও আক্রান্ত হচ্ছি। আমাদের সঙ্গে কিছু নিরাপত্তারক্ষী থাকে, এটাই তফাৎ। আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় যাব।"

শুভেন্দু অভিযোগ করেন, একুশে ভয়াবহ সন্ত্রাস হয়েছে। এবারে সন্ত্রাসে অন্য কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। শারীরিক ভাবে সন্ত্রাস না করে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতি করা হচ্ছে। জরিমানা করা হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে কাজে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "এক কঠিন ও অসম যুদ্ধ লড়তে হয় আমাদের। একজন রাজ্যস্তরের নেতা হলেই যে আপনাদের বিচার পাইয়ে দেওয়া যাবে তা সম্ভব নয়। অন্য রাজ্যে এটা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব নয়।" শুধু কর্মীরা নন, নেতারাও যে আক্রান্ত হয়েছেন সে তথ্যে তুলে ধরতে তিনি অভিযোগ করেন, ঝাড়গ্রামে ভোটের দিন প্রণয় টুডুর উপর আক্রমণ হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপরে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহের নেতৃত্বে হামলা হয়। জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ও আক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, "কর্মীরা শুধু আক্রান্ত হচ্ছেন নেতারা হচ্ছেন না তা ঠিক নয়।" তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেন, "আক্রান্তদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা আত্মসমর্পণ না করে লড়াইটা চালিয়ে যেতে চান। তাঁদের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নিচ্ছি। যারা আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন তাঁদের ব্যক্তিগত মত। আমি কাউকে আত্মসমর্পণ করতে বলতে পারব না।"

আক্রান্তদের অনেকেই শুভেন্দুকে অভিযোগ করেন, আগামী ১৯ জুন কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে গেলে তৃণমূলের হামলা বাড়বে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। সে প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী অনন্তকাল ধরে থাকবে না। আমি মামলা করেছি। আপাতত ২১ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। সামনেই বিষয়টি আদালতে উঠবে। আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার মেয়াদ আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেবে আদালত।" তিনি জানান, রবিবার আক্রান্ত দলের কর্মীদের একটি অংশকে নিয়ে তিনি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে যাবেন। রাজ্যপালকে কোচবিহারের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনেরও অনুরোধ তিনি করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান। রবিশঙ্কর প্রাসাদের নেতৃত্বে যে পাঁচ সদস্যের বিজেপির কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে আসবে তাঁরা যাতে কোচবিহারেও আসেন সে বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হবেন। তিনি আরও জানান, এরপরে এসে তিনি গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করবেন। তিনি বলেন, "আমি পরে এসে সমস্ত জায়গায় যাব। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের আক্রমণ আরও বাড়বে কি না তা দেখতে হবে। আমরা কয়েক ঘন্টা থাকব, কয়েক দিন ধরে তো আমরা থাকতে পারব না। তা আপনার বিবেচনা করে জানান।" অনেকেই অভিযোগ করেন, তাঁরা রেশন পাচ্ছেন না। সে বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। মহিলাদের উপরে শারীরিক নিগৃহ নিয়ে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানান। তিনি বলেন, "ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। গণতন্ত্র শেষ কথা বলে। লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে।"

সেই সঙ্গে নিশীথ প্রামাণিককে ষড়যন্ত্র করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি দাবি করেন, সতেরো রাউন্ড পর্যন্ত নিশীথ এগিয়ে ছিলেন। উনিশ ও কুড়ি রাউন্ডে তাঁকে হারিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "ভোটে হেরে শুভেন্দু অধিকারীর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও সন্ত্রাস পরিস্থিতি নেই। মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে।"

ফের বিতর্ক পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে উপাচার্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের। ১১ জুন মঙ্গলবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল প্রভাবিত কর্মী সংগঠনের অবস্থান-বিক্ষোভের জেরে এগজিকিউটিভ কমিটির (ইসি) মিটিং স্থগিত হয়ে যায়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যত এদিন দিনভর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, বাইরের কিছু মানুষের উসকানির জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। তাতে একজন মন্ত্রীও আছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। দিন কয়েক আগেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী-সংগঠনের বৈঠকে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। যদিও উদয়ন গুহের নাম বলেননি উপাচার্য। উপাচার্য বলেন, "সমস্ত কিছুই নিয়ম মেনে হচ্ছিল। এদিনের "ইসি' মিটিংও নিয়ম মেনে ডাকা হয়। কিন্তু কাউকে ওই মিটিংয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কর্মচারি-ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব যারা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের মধুর সম্পর্ক থাকা উচিত। কিছু লোক বাইরে থেকে উসকানি দিয়ে অচলাবস্থা তৈরি করতে চাইছেন। আমরা এই ঘটনার কথা যথাস্থানে জানাব।" দিন কয়েক আগে রেজিস্ট্রার অপসারণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তা নিয়ে অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এবারে ফের নতুন বিতর্ক তৈরি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারীরা অবশ্য উপাচার্যের অভিযোগ ঠিক নয় বলে জানিয়েছেন। তাদের দাবি, বাইরে থেকে উসকানির কোনও বিষয় নেই। উপাচার্য বেআইনি কাজ করছেন বলেই তাদের আন্দোলনের পথে হাঁটতে হচ্ছে। কর্মীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে কর্মীদের নাম নথিভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েও তা করা হয়নি। বেশ কয়েক মাস আগে আরও বেশ কিছু দাবি তারা জানিয়েছিলেন তাতে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারি সংগঠনের সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে কর্মীদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু করেও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন চলছেন। এরই মধ্যে পুরোপুরি নিয়মের বাইরে গিয়ে ইসি বৈঠক ডেকেছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন হচ্ছে। আমরা উপাচার্য আটকে রাখিনি। তিনি নিজেই বাইরে বসেছিলেন।" কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায় বলেন, "শিক্ষাকর্মীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। তাদের আটদফা দাবি কয়েকমাস আগের। তখন ওদের সম্মতি সাপেক্ষে একটি তদন্ত কমিটি গড়ে তদন্ত শুরু হয়। সেটা ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়লে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু হঠাৎ করে যদি সত্যিই তারা কাজ বন্ধ রেখে 'অবস্থান' আন্দোলনে সামিল হয়ে থাকেন, তবে নিজের সুস্থ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তা করছে বলে মনে করি না।"

শুভেন্দুর সফরের দিন বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটে জয়ের পর থেকেই একের পর বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে শুরু করে তৃণমূল। ১৫ জুন শনিবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কোচবিহার সফরের দিনই বিজেপির আরেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃণমূল। কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে ঢাংটিংগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি সরকার দাসের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন শাসক দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায়ের বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। দু'দিন আগেও ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়েছিলেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি ওই পঞ্চায়েত প্রধানের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। একদিন আগেও সুকুমারের সঙ্গে দেখা গিয়েছে ওই পঞ্চায়েত প্রধানকে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই প্রধান তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় হতবাক বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ছিল ১০ টি। প্রধান সহ বিজেপির চারজন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪। তিনি বলেন, "এটা শুভেন্দু অধিকারীর কোচবিহার আসার উপহার হিসেবে আমরা তুলে দিলাম।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় অভিযোগ করেন, পুলিশের ভয় দেখিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যদের দলে টানছে রাজ্যের শাসক দল। কোথাও আবার টাকার প্রলোভন দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "যে পঞ্চায়েত প্রধান একদিন আগেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি রাতারাতি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কারণ আর কিছু নেই। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যদের নামে মিথ্যে মামলা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। এভাবে দলে টানছে তৃণমূল। আমরা মানুষকে সংগঠিত করছি। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অবশ্য দাবি করেন, কোনও চাপ বা ভয়ের বিষয় নেই। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে উন্নয়নের কাজের জন্য তৃণমূলের সঙ্গে থাকতে হবে। তাই সবাই দলে যোগ দিচ্ছে। আরও অনেকেই যোগাযোগের মধ্যে আছে।

লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পরে কোচবিহারে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিতে শুরু করে রাজ্যের শাসক দল। কোচবিহারে ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০৪ টি দখল করে তৃণমূল। বাকি ২৪ টি দখল করে বিজেপি। গত কয়েকদিনে তার মধ্যে সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে রাজ্যের শাসক দল। সেই তালিকায় রয়েছে নিশীথের বাড়ির এলাকা ভেটাগুড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এছাড়া মাতালহাট, বলরামপুর-২, নয়ারহাট, পারাডুবি এবং ঢ্যাংডিংগুড়ি। কোচবিহার উত্তর বিধানসভার মধ্যে পড়েছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২৩ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৩ টি দখল করেছিল। বাকি ১০ টি পেয়েছিল তৃণমূল। প্রধান সহ বিজেপির চারজন সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। তাতে তৃণমূলের সদস্য হয়েছে ১৪ জন। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, "গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কথা ভেবেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। আমার উপরে কোনও চাপ নেই।" এদিন ফলিমারীর ৩ জন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। তাতে কোচবিহারের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে শক্তি বাড়ল তৃণমূলের। শনিবার দুপুরে কোচবিহারে দলের জেলা দফতরে বিজেপির টিকিটে জয়ী ৩ পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। অভিজিৎ জানান, পঞ্চায়েত ভোটে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ টি আসন পেয়ে বোর্ড গড়েছিল তৃণমূল। বিজেপিতে থেকে উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে আরও ৩ জন দলে যোগ দেওয়ায় আমাদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে ১৭ জন হল। তিনি দাবি করেন, পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির জেতা প্রায় ছয়শো পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে পাঁচশো জন তৃণমূলে আসবেন। ভাবমূর্তি দেখে তাদের নেওয়া হবে । ওই ব্যাপারে প্রাথমিক তালিকা হয়েছে। বাকি ১০০ জনকে নেব না। দিনহাটার কিসামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির তিনজন সদস্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন।

তিনটি নস্টালজিক রঙে পাওয়া যাবে Nokia 3210-এর সেট

আগরতলা: এইচএমডি Nokia 3210 এর পুনঃলঞ্চের ঘোষণা করেছে, এর প্রকাশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আইকনিক ফোন যা একটি প্রজন্মকে সংজ্ঞায়িত করে ভারতীয় বাজারে ফিরে এসেছে, এবং তিনটি নস্টালজিক রঙে স্কুবা ব্লু, গ্রুঞ্জ ব্ল্যাক এবং Y2K গোল্ড।

এমন একটি বিশ্বে যেখানে ডিজিটাল ডিটক্সিং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, Nokia 3210 তাদের জন্য নিখুঁত সমাধান অফার করে যারা সামাজিক মিডিয়া, ইন্টারনেট এবং অ্যাপ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চান। Nokia 3210 আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে নস্টালজিয়াকে একত্রিত করেছে। এর রেট্রো ১৯৯৯-এর ডিজাইন ব্যবহারকারীদের বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যেখানে 1450 mAh ব্যাটারি সাড়ে নয় ঘন্টা পর্যন্ত টকটাইম প্রদান করে। ফোনটিতে রয়েছে ক্লাসিক স্নেক গেম, একটি 2MP ক্যামেরা এবং একটি ফ্ল্যাশ টর্চ। এছাড়া Nokia 3210-এ ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI) দ্বারা অনুমোদিত একটি প্রিলোডেড ইউপিআই অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। Nokia 3210 ইউটিউব, ইউটিউব মিউজিকের জগতকে আনলক করে এবং এটিতে আটটি অ্যাপের একটি বিস্তৃত স্যুট রয়েছে, ওয়েদার, নিউজ, সোকোবান, ক্রিকেট স্কোর, ২০৪৮ গেম এবং টেট্রিসও ফোনটিতে উপস্থিত রয়েছে। যারা এই ডিভাইসগুলি কিনেছেন তারা ২০ জুন থেকে ইউটিউব মিউজিক অ্যাক্সেস করতে পারবেন। উন্নয়নের বিষয়ে রবি কুনওয়ার, ভিপি, ভারত এবং এপিএসি, এইচএমডি বলেছেন, "Nokia 3210, আইকনিক ফোন ফিরে এসেছে কারণ গ্রাহকরা ডিজিটাল ডিটক্সের সাথে স্ক্রিন টাইম ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। Nokia-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ্যান্ডসেটগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত।"

হায়ারের নতুন কিনোচি ডার্ক এডিশন এয়ার কন্ডিশনার লঞ্চ

কলকাতা: হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া নতুন কিনোচি ডার্ক এডিশন এয়ার কন্ডিশনার লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং প্রিমিয়াম নান্দনিকতার নিখুঁত সমন্বয়। গ্রাহকদের সেরা অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য তৈরি নতুন এয়ার কন্ডিশনারটি ১০ সেকেন্ডে সুপারসনিক কুলিং, ফ্রস্ট সেলফ-ক্লিন টেকনোলজি, হেক্সা ইনভার্টার টেকনোলজি, ইন্টেলি কনভার্টেবল ৭-ইন-১ এবং আরও অনেক কিছুর মতো উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে আসে। ১.৬ টন এবং ১.০ টনে এটি পাওয়া যাচ্ছে। এই এয়ার কন্ডিশনারের ভারত জুড়ে প্রারম্ভিক মূল্য ৪৬,৯৯০ টাকা। লঞ্চ অফারের অংশ হিসাবে, হায়ার ইন্ডিয়া ১০% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার সহ ১৫৯৯০ টাকা মূল্যের ৫ বছরের ব্যাপক ওয়ারেন্টি দিচ্ছে।

নতুন লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, মিঃ এনএস সতীশ, প্রেসিডেন্ট, হায়ার অ্যাপ্লায়েন্স ইন্ডিয়া বলেছেন, "হায়ার ইন্ডিয়াতে, গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের নীতির মৌলিক বিষয়। দৈনন্দিন জীবনকে আরও স্মার্ট, সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক করে তুলবে এমন উদ্ভাবনী সমাধান প্রদানের পাশাপাশি বছরের পর বছর ধরে, আমরা পণ্যের একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করেছি যা নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা প্রিমিয়াম পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে।"

হায়ার কিনোচি ডার্ক এডিশন এয়ার কন্ডিশনার শুধুমাত্র একটি শীতল যন্ত্র নয়, মডেলটি প্রিমিয়াম প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, এবং একটি চটকদার ডিজাইনকে একত্রিত করে।

নতুন এয়ার কন্ডিশনারটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি প্রচলিত এয়ার কন্ডিশনার থেকে 20X দ্রুত বেশি শীতল অভিজ্ঞতা দেয়। সম্পূর্ণ ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার রেঞ্জে ফ্রস্ট সেলফ-ক্লিন টেকনোলজি ৯৯.৯৯% জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করে। সাম্প্রতিক মডেলটিতে একটি 'টার্বো' মোড রয়েছে।

পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে মাইলফলক অর্জন চেন্নাই-এর অ্যাপোলো হাসপাতালের

কলকাতা: বিগত ১০ থেকে ১৫ বছরে ভারতে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভূমিকা পালন করেছে, কীহোল সার্জারি ট্রান্সপ্ল্যান্ট ওপেন হার্ট সার্জারি সহ, যেসব শিশুদের আগে ওপেন সার্জারির প্রয়োজন ছিল তাদের হাসপাতালের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি প্রদান করেছে। ফেটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি শিশুদের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ফেটাল কার্ডিওলজি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং রেফারেলের সুযোগ উন্নত করেছে এবং ভাল বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যোগ করেছে।

অ্যাপোলো চিলড্রেন'স হাসপাতাল শিশু কার্ডিওলজিতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নিবেদিত, ডেডিকেটেড কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিয়াক সার্জন, ইনটেনসিভিস্ট, নার্স এবং সহায়তা কর্মীদের দল সহ প্রতিটি শিশুর প্রয়োজনের জন্য বিশেষ যত্ন প্রদান করে। অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালের চেন্নাইয়ের পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রামকিশোর কনসালটেন্ট জানিয়েছেন,"আর্ট কার্ডিয়াক আইসিইউ সহ ক্ষুদ্রতম হৃদয়ে কমপ্লিকেটেড হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য আমাদের কাছে সেরা সার্জন রয়েছে। আমরা হার্টের সমস্যার প্রাথমিক এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা করার জন্য উন্নত কার্ডিয়াক সিটি, এমআরআই, ফেটাল এবং 3D ইকোকার্ডিওগ্রাফিও প্রদান করি। এছাড়া অ্যাপোলো চেন্নাইতে ডেডিকেটেড আইসিইউ এবং অভিজ্ঞ ট্রান্সপ্লান্ট টিমের সাথে আমাদের একটি ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম আছে যারা পেডিয়াট্রিক হার্ট এবং হার্ট লাং ট্রান্সপ্লান্টে প্রশংসনীয় কাজ করেছে।"

অ্যাপোলো চিলড্রেন'স হাসপাতাল কমপ্লিকেটেড ট্রান্স ক্যাথেটার পেডিয়াট্রিক ইন্টারভেনশনের সাফল্যের হারের জন্য পরিচিত, এটিকে পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারি এবং নন-ইনভেসিভ কার্ডিয়াক ডায়াগনস্টিকসে বিশ্বব্যাপী লিডার বানিয়েছে যেটি এই ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া প্রতিশ্রুতি

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া, ব্র্যান্ডকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার জন্য ধারাবাহিক উদ্যোগ নিচ্ছে। এবার তারা কুশাক এবং স্লাভিয়ার হাই প্রাইস ঘোষণা করেছে। এর ফলে 5-স্টার রেটযুক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এই গাড়ির লাইন-আপে অ্যাক্সেসযোগ্যতা বেড়েছে। এই বিষয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পিটার জনেবা বলেছেন, "২০২৫ সালের জন্য পরিকল্পিত আমাদের সম্পূর্ণ নতুন কমপ্যাক্ট এসইউভি-এর ঘোষণার পর থেকে, আমরা এই নতুন গাড়ির মাধ্যমে, নতুন বাজারে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রেখেছি এবং অল্প বয়স্ক গ্রাহকদের উৎসাহ লক্ষ্য করছি। যদিও নতুন কমপ্যাক্ট এসইউভি আমাদের জন্য নতুন বাজার উন্মুক্ত করবে, আমরা কুশাক এবং স্লাভিয়াতেও কিছু দক্ষতা নিয়ে এসেছি যা আমাদের অফারের মূল্য বাড়াতে এবং আমাদের গ্রাহক ও অনুরাগীদের সুবিধা দিতে সক্ষম করেছে।"

কুশাক এবং স্লাভিয়া - আগে অ্যাকটিভ, অ্যাম্বিশন এবং স্টাইল হিসাবে পাওয়া যেত। এখন ক্লাসিক, সিগনেচার এবং প্রেস্টিজ হিসাবে পুনরায় নামকরণ করা হয়েছে। এই তিনটি ভেরিয়েন্ট ছাড়াও অনিক্স এবং লাইন আপের প্রিমিয়ামে মন্টে কার্লো রয়েছে। কুশাকের সমস্ত ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন বিকল্প এবং স্লাভিয়াতে নির্বাচিত ভেরিয়েন্টের জন্য সম্পূর্ণ নতুন মূল্য প্রযোজ্য হয়েছে। উভয় গাড়িই সিক্স স্পিড ম্যানুয়াল এবং অটোমেটিক সহ ১.০ টিএসআই পেট্রোল এবং সিক্স স্পিড ম্যানুয়াল এবং সেভেন-স্পিড ডিএসজি সহ ১.৫ টিএসআই পেট্রোল দ্বারা চালিত। কুশাক এবং স্লাভিয়া উভয়ই রেঞ্জ জুড়ে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ছয়টি এয়ারব্যাগ নিয়ে আসে এবং গ্লোবাল এনএসিপি পরীক্ষার অধীনে প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ ফাইভ-স্টার অর্জন করেছে।

মোবিলিটি সলিউশনস প্রদানে ম্যাজেন্টা মোবিলিটি এবং টাটা মোটরসের পার্টনারশিপ

কলকাতা: ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রিক মোবিলিটি সলিউশনস প্রোভাইডার, ম্যাজেন্টা মোবিলিটি ভারতের বাণিজ্যিক যানবাহন তৈরির কোম্পানি টাটা মোটরসের সাথে পার্টনারশিপকে স্ট্রং করে, Tata Ace EV-এর ১০০টিরও বেশি ইউনিট ডিপ্লয়মেন্ট করেছে যার মধ্যে এসিই ইভি-এর ৬০টির বেশি ইউনিট এবং সম্প্রতি চালু হওয়া ৪০টিরও বেশি ইউনিট রয়েছে Ace EV 1000। এই স্থাপনাটি ২০২৩ সালের অক্টোবরে দুটি সংস্থার মধ্যে মৌ স্বাক্ষরের অংশ, যা Tata Ace EV-এর ৫০০ ইউনিটকে লক্ষ্য করে।

ম্যাজেন্টা মোবিলিটির ফাউন্ডার এবং সিইও ম্যাক্সসন লুইস, পার্টনারশিপের বিষয়ে তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, "আমরা ভারত জুড়ে নিরাপদ, স্মার্ট, এবং টেকসই গতিশীলতা সমাধান প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও বাড়িয়ে, টাটা মোটরসের সাথে আমাদের সহযোগিতাকে আরও স্ট্রং করতে পেরে আনন্দিত। ১০০+ Tata Ace EVs ডিপ্লয়মেন্ট আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'আব কি বার দশ হাজার' প্রোগ্রামের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করে, যার লক্ষ্য ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০,০০০ বৈদ্যুতিক যান ডিপ্লয়মেন্ট করা। এই পার্টনারশিপটি শিল্পের মানকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য তৈরি।"

ভারতের সেরা কোম্পানিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় Synchrony

কলকাতা: কনসিউমার ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস কোম্পানি Synchrony ঘোষণা করেছে, যে ভারতের সেরা কোম্পানিগুলির মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। এটি সিক্সোনির টানা সপ্তম বছর এই পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছে, ইতিবাচক, জন-কেন্দ্রিক কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতীয় লিডার হিসেবে তার অবস্থানের থেকে আরও একধাপ এগিয়েছে।

"এই স্বীকৃতি আমাদের সিক্সোনিতে থাকা কঠোর পরিশ্রমী দলের জন্য একটি অসাধারণ সম্মান। আমাদের জনগণের জন্য বিনিয়োগ আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার। সিক্সোনিতে আমরা সম্পর্কের শক্তি এবং কর্ম-জীবনের ফ্লেক্সিবিলিটি বিশ্বাস করি। আমাদের সতীর্থ, সহকর্মী এবং পার্টনারদের একই মানগুলি ভাগ করে নেয়। একজন কর্মচারী বাড়ি থেকে বা অফিসে কাজ করুক না কেন, তারা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে একই স্তরের উত্সাহ এবং নির্দেশনা পায়।" বলেছেন সিক্সোনির কান্ট্রি হেড ইন্ডিয়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রচনা বাহাদুর "এই পুরস্কার পেয়ে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।

মহিলাদের জন্য আইসিআইসিআই প্রু লাইফের 'আইপ্রোটেক্ট স্মার্ট'

শিলিগুড়ি: মহিলাদের জন্য এক বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা চালু করল আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স। কোম্পানির জনপ্রিয় 'আইপ্রোটেক্ট স্মার্ট' বীমা প্রকল্পে মহিলারা এখন থেকে জীবনভর ১৫% লাইফটাইম ডিসকাউন্ট পাবেন সকল প্রিমিয়ামে। একইসঙ্গে বেতনভুক মহিলাদের প্রথম বছরের প্রিমিয়ামে অতিরিক্ত ১৫% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আইপ্রোটেক্ট স্মার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল ইলনেস বেনিফিট পাওয়া যাবে, যার দ্বারা ৩৪টি জটিল রোগের ক্ষেত্রে বীমার সুরক্ষা থাকবে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও জীবন উভয় ক্ষেত্রেই বীমার সুরক্ষা পাবেন মহিলারা। নারীরা তাদের পরিবারের জন্য যে ত্যাগ ও সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তারই স্বীকৃতি প্রদান ও তাদের সুরক্ষার জন্যই 'আইপ্রোটেক্ট স্মার্ট' বীমা প্রকল্প আনা হয়েছে বলে জানালেন আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার অমিত পলতা।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী ৩২ জন চিকিৎসাকর্মীকে সম্মানিত করলেন

কলকাতা: বিশ্বব্যাপী কর্মজীবনের সুযোগের সঙ্গে ভারতীয় নার্সদের ক্ষমতায়িত করতে, শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (ইনডিপেনডেন্ট চার্জ), দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রকের, জার্মান ভাষা প্রশিক্ষণের বি-ওয়ান স্তর সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৩২ জন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য জার্মানিতে একটি সফল কর্মজীবন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষায় দক্ষতার সঙ্গে নার্সদের স্কিল বাড়ানো।

সরকারের স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের লক্ষ্য উচ্চাভিলাষী কৌশলের মাধ্যমে দক্ষ প্রতিভার জন্য ভারতকে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত করা। স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল উদ্যোগের অধীনে সমস্ত প্রার্থীদের জন্য দুই থেকে তিন মাসের বিস্তৃত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল। তারা সবাই নার্সিং বা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জিএনএম) প্রোগ্রামে বিএসসি শেষ করেছেন। পেশাদার জার্মান স্থানীয় প্রশিক্ষকদের এই প্রোগ্রাম নিশ্চিত করে যে অংশগ্রহণকারীরা শীর্ষস্থানীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী (এমএসডিই) এবং এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল সফলভাবে ৫৮০০০ জনেরও বেশি দক্ষ ভারতীয়কে বিভিন্ন দেশে কাজ দিয়েছে, যার লক্ষ্য একটি বিশ্বব্যাপী স্কিল পাওয়ার হাউস হয়ে ওঠা। শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (ইনডিপেনডেন্ট চার্জ) বলেছেন, "বিষয়টি খুবই ভালো যে এই পদগুলি পূরণের জন্য আমরা ফোকাস সহকারে সঠিক পথ অবলম্বন করে চলেছি। এবং স্কিল ইন্ডিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করে এই গ্যাপগুলিকে স্কিলের সঙ্গে পূরণ করে চলেছি। এবং আমি প্রত্যেক প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাতে চাই কারণ আপনারা প্রত্যেকেই একজন পরিবর্তনকারী এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত।"

ব্যাথা নিরাময়ে নতুন সমাধানের সাথে বাজারে এলো মুভের নতুন "মুভ কুল"

শিলিগুড়ি: ভারতের সেরা ব্যথা নিরাময় ব্র্যান্ড মুভ, চট-জলদি ব্যাথা থেকে মুক্তি দিতে তার একেবারে নতুন কোল্ড থেরাপি 'মুভ কুল' লঞ্চ করেছে। মেনথলের সাথে তৈরী এই সম্পূর্ণ নতুন বৈপ্লবিক উদ্ভাবনটি যেকোন আঘাত, মচকে যাওয়া, স্ট্রেন এবং পেশী ব্যথার কারণে পেশী এবং জয়েন্টের ব্যথা থেকে সহজেই নিরাময় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ২০২১ সালের রেকিট পেইন ইন্ডিয়া ডিসিজি ডিমান্ড সার্ভে অনুসারে ৮% রেসপন্ডেন্টসরা খেলাধুলা বা ব্যায়াম সম্পর্কিত ব্যাথায় ভোগেন। মুভের এই নতুন কোল্ড থেরাপিটি ফিটনেস-সম্পর্কিত যেকোন আঘাতের সমাধান করে। মুভ কুল, ব্যাথায় আক্রান্ত স্থানে মেনথল দ্বারা চালিত একটি বরফের মতো শীতল সংবেদন প্রদান করে* এবং ব্যথা নিরাময় করতে মাত্র ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শুরু করে।

কোম্পানি তার অফারগুলি সম্পর্কে সকলকে আরও সচেতন করে তুলতে একটি নতুন টিভিসি লঞ্চ করেছে, যা ফিটনেস এবং ক্রীড়া উৎসাহীদের যাত্রায় মুভ কুল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, এটি তাদের ব্যাথার সেরা যত্ন প্রদান করবে। মুভ কুল জেল এবং স্প্রে দুই ফর্ম্যাটেই পাওয়া যাবে। রেঞ্জের মধ্যে একটি ১০ জি এবং ২০ জি জেল রয়েছে যার দাম যথাক্রমে ₹৬০ এবং ₹১১০ এবং স্প্রেগুলির মধ্যে রয়েছে ১৫জি এবং ৩৫জি এর দাম ₹৮৫ এবং ₹১৮৬ টাকা। এটি ভারত জুড়ে অফলাইন, অনলাইন এবং সমস্ত রিটেল স্টোরগুলিতে উপলব্ধ।

রেকিট সাউথ এশিয়ার হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশনের রিজিওনাল মার্কেটিং ডিরেক্টর কনিকা কালরা বলেছেন, "ভারতের একটি বিশ্বস্ত ব্যথা উপশম ব্র্যান্ড মুভ, তার অত্যাধুনিক কোল্ড থেরাপি 'মুভ কুল' চালু করেছে। এটি খেলাধুলা এবং ফিটনেস ইনজুরির কারণে পেশী এবং জয়েন্টের ব্যথার জন্য কোল্ড থেরাপি-অনুপ্রাণিত সূত্র। এই উদ্ভাবনী সমাধানটির লক্ষ্য গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো এবং পণ্যের উদ্ভাবনকে উন্নত করা।"

অভিনব ফিচারের সাথে লঞ্চ হল ইয়ামাহা মোটরের নতুন এডিশন ফ্যাসিনো এস

কলকাতা: ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটর (আইওয়াইএম) প্রাইভেট লিমিটেড, 'দ্য কল অফ দ্য ব্লু' ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইনের সাথে মিলিত যা একটি 'আনসার ব্যাক' বৈশিষ্ট্য সহ ফ্যাসিনো এস মডেলটি চালু করেছে। ফ্যাসিনো এস স্টাইলিশ ইউরোপীয় ডিজাইন, কর্মক্ষমতা এবং উদ্ভাবনের সারমর্মকে যুক্ত করে। প্রিমিয়াম স্কুটার মডেল, ইয়ামাহার পোর্টফোলিওতে একটি প্রাণবন্ত এডিশন আকর্ষণীয় ম্যাট রেড এবং ম্যাট ব্ল্যাক কালার শেডের সাথে রয়েছে মনোমুগ্ধকর ডার্ক ম্যাট ব্লু রঙের বিকল্প, যা কমনীয়তা এবং স্টাইলের জন্য ব্র্যান্ডের খ্যাতি আরও বাড়িয়েছে।

২০২৪ ফ্যাসিনো এস মডেলের হাইলাইট হল 'আনসার ব্যাক' ফাংশন। ফিচারটি গ্রাহকরা ইয়ামাহার মোবাইল অ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন যার নাম 'ইয়ামাহা স্কুটার আনসার ব্যাক'। অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে রাইডাররা সহজেই তাদের স্কুটার সনাক্ত করতে পারবে।এছাড়া বহু নতুন ফিচারযুক্ত যা গ্রাহকদের জন্য আরও উপভোগ্য রাইড নিশ্চিত করে। অ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লেস্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে সহজেই ইনস্টল করা যেতে পারে। ফ্যাসিনো এস মডেলটি ইয়ামাহা-এর অত্যাধুনিক বিএস ভিআই কমপ্লায়েন্ট, এয়ার-কুলড, ফুয়েল-ইনজেক্টেড, স্মার্ট মোটর জেনারেটর সহ ১২৫ সিসি ব্লু কোর হাইব্রিড ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের "সাইলেন্ট স্টার্ট" সক্ষম করে এবং সরবরাহ করে। অতুলনীয় "পাওয়ার অ্যাসিস্ট" পারফরম্যান্স। মডেলটি নরমাল মোড এবং ট্রাফিক মোড সহ উন্নত অটোমেটিক স্টপ অ্যান্ড স্টার্ট সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত, যা রাইডারদের জ্বালানী খরচ কম করার সাথে অনায়াসে রাইডিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে ইয়ামাহা মোটর ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ কোম্পানির চেয়ারম্যান ইশিন চিহানা বলেছেন,"টু-হুইলার শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সাথে, লক্ষ্য দর্শকদের জন্য পোর্টফোলিওটিকে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক করে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের গ্রাহকদের একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য এই ধরনের সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ভাবন এবং প্রবর্তন চালিয়ে যাব।"

সফল ভাবে সমাপ্ত হল রিয়েলটরস সামিট ইস্ট ইন্ডিয়া ২০২৪

কলকাতা: এনএআর ইন্ডিয়া, দেশের রিয়েল এস্টেট প্রফেশনালদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা, ২০২৪-এ ১৫ই জুলাই, কলকাতার হায়াত রিজেন্সিতে REALTORS সামিট ইস্ট ইন্ডিয়া ২০২৪ সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। সম্মেলনে শিল্প বিশেষজ্ঞ, নেটওয়ার্কিং সুযোগ এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্যানেল আলোচনা সহ ব্যাপক এজেন্ডা বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা রিয়েল এস্টেট ক্যালেন্ডারে উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে চিহ্নিত করে। দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত NAR ইন্ডিয়ার সদস্যদের জন্য "Instigate 2024" উপস্থাপনা দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছিল। এই অধিবেশনটি কলকাতার শীর্ষস্থানীয় প্রবর্তকদের পাশাপাশি খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের হাইলাইট করেছে, যা জ্ঞান ভাগাভাগি এবং পেশাদার বৃদ্ধির জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ইভেন্টটি পূর্ব ভারতে রিয়েল এস্টেটের ভবিষ্যত এবং ইয়ং জেনারেশন শেপিং রিয়েলটি ট্রেন্ডস এর মত প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল যেমন প্যানেলিস্টদের সাথে শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রী সুশীল মোহতা, প্রেসিডেন্ট ক্রেডাই পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সিদ্ধার্থ পানসারি, প্রেসিডেন্ট ক্রেডাই বেঙ্গল, শ্রী বসন্ত পারখ, অরবিট গ্রুপের চেয়ারম্যান, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা পুরো ইভেন্ট জুড়ে শিল্পের লিডার স্পনসর এবং সহযোগী রিয়েল এস্টেট প্রফেশনালদের সাথে নেটওয়ার্ক করার অসংখ্য সুযোগ উপভোগ করেছে। "এই বছরের শীর্ষ সম্মেলনে অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া এবং অংশগ্রহণে আমরা আনন্দিত, এটি আমাদের শিল্পের ভবিষ্যত গঠনের প্রতি রিয়েল এস্টেট সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উৎসাহ এবং প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।" জানিয়েছেন সুমন্থ রেড্ডি, চেয়ারম্যান, এনএআর ইন্ডিয়া।

ভারতে লঞ্চ হল স্যামসাং-এর অনন্য মিউজিক ফ্রেম

কলকাতা: ভারতের কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং ভারতে তার মিউজিক ফ্রেম উন্মোচন করেছে। একটি ওয়্যারলেস স্পিকার যা দেখতে অনেকটা শিল্পের মতো স্যামসাং মিউজিক ফ্রেমে ডলবি অ্যাটমোস এবং ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং-এর মতো নতুন ফিচার রয়েছে মাত্র ২৩,৯৯০ টাকায়। স্টাইলিশ ওয়্যারলেস স্পিকার ছবির ফ্রেমের মতো দ্বিগুণ করার মাধ্যমে নির্বিঘ্নে লিভিং স্পেসে মিশে যায়। বাস্তব ফ্রেমের মতোই, স্যামসাং মিউজিক ফ্রেম ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ছবি প্রদর্শন করার সুবিধা প্রদান করে। মূল্যবান স্মৃতি ফ্রেম করা ফটো দেখার সময় সঙ্গীত শোনা ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতার গভীরতায় নতুন মাত্রা যোগ করে। স্যামসাং মিউজিক ফ্রেম Samsung.in এবং Amazon.in-এ এবং নির্বাচিত অফলাইন স্টোর জুড়ে পাওয়া যাবে। একটি সিনেমাটিক অডিও অভিজ্ঞতা প্রদানের সময় নতুন মিউজিক ফ্রেম একটি পিকচার ফ্রেমের আকারে বিশেষ টেকনোলজির প্রতীক, মার্জিত ডিজাইনের সাথে," জানিয়েছেন মোহনদীপ সিং, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে বিজনেস, স্যামসাং ইন্ডিয়া।

স্যামসাংয়ের কিউএলইডি ৪কে প্রিমিয়াম টিভির সাথে আপডেট করুন টিভি দেখার স্টাইল

কলকাতা: উন্নত বৈশিষ্ট্যের সাথে স্যামসাং ভারতে তার সর্বশেষ টিভি সিরিজ কিউএলইডি ৪কে ২০২৪ লঞ্চ করেছে, যার প্রারম্ভিক মূল্য ৬৫৯৯০ টাকা। এই প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্যের পরিসরটি ৫৫", ৬৫" এবং ৭৫"-এই তিনটি আকারে উপলব্ধ। কোয়ান্টাম প্রসেসর লাইট ৪কে দ্বারা চালিত। শুধু তাই নয়, সিরিজটি ১০০% কালার ভলিউম, কোয়ান্টাম ডট এবং কোয়ান্টাম এইচডিআর, ৪কে আপস্কেলিং, কিউ-সিম্ফনি সাউন্ড টেকনোলজি, ডুয়াল এলইডি, গেমিংয়ের জন্য মোশন এক্সসেলেরেটর এবং রঙের বিশ্বস্ততার জন্য প্যানটোন বৈধতাও প্রদান করে। এটি লাইফ-লাইক ছবির গুণমান, নির্বিঘ্ন এয়ারস্লিম ডিজাইন, সোলারসেল রিমোট, এআই এনার্জি মোড এবং থ্রীডি (3D) সাউন্ড অফার করে। কিউএলইডি ৪কে প্রিমিয়াম টিভিতে Motion Xcelerator এবং Auto Low Latency Mode সহ গেমিং ক্ষমতাও যোগ করা হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য স্মার্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্যামসাং টিভি প্লাস পরিষেবা, মাল্টি ভয়েস সহকারী এবং স্যামসাং নক্স। গ্রাহকরা এই সিরিজগুলো বর্তমানে Samsung.com এবং Amazon.in সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে পেয়ে যাবেন। নতুন লঞ্চ সম্পর্কে, স্যামসাং ইন্ডিয়ার ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে বিজনেস সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহনদীপ সিং বলেছেন, "বিগত কিছু বছর থেকে দর্শকদের যেকোনো সামগ্রী কনসিউম করার ক্ষেত্রে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। তারা টিভি দেখার জন্য আরও নিমগ্ন এবং প্রিমিয়াম গুণমানের প্রত্যাশা করে। তাই আমরা গ্রাহকদের এই চাহিদা মেটাতে ২০২৪ কিউএলিডি ৪কে টিভি সিরিজ লঞ্চ করেছি। এটি প্রিমিয়াম গুণমানের দিকে আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই সিরিজটি ৪কে আপস্কেলিং বৈশিষ্ট্যের সাথে ছবির গুণমানকে প্রায় ৪কে স্তরে পরিমার্জন করে এবং দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।"

হিরো মোটোকর্প জিরো-ওয়েস্ট-টু-ল্যান্ডফিল উদ্যোগ

কলকাতা: মোটরসাইকেল এবং স্কুটার প্রস্তুতকারক কোম্পানি হিরো মোটোকর্প তার আটটি সুবিধা ও ছয়টি উৎপাদন কারখানা সহ ভারতে 'জিরো-ওয়েস্ট-টু-ল্যান্ডফিল' (জেডব্লিউএল) হিসাবে সার্টিফাইড হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এই ঘোষণা করেছেন হিরো মোটোকর্পের সিইও নিরঞ্জন গুপ্তা। "যা টেকসই পরিবেশ-বান্ধব ব্যবসা হতে আমাদের যাত্রায় একটি প্রতিশ্রুতি। আমাদের জিরো-ওয়েস্ট-টু-ল্যান্ডফিল নীতিটি আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত যে টেকসই ব্যবসা হতে, উৎপাদন করা মানসম্পন্ন এবং জ্বালানী-দক্ষ প্রোডাক্ট সরবরাহ ও একটি আকর্ষক গ্রাহক অভিজ্ঞতা তৈরি করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।"

"এর ক্রমবর্ধমান উত্পাদন দক্ষতার সাথে বিকশিত অর্থনীতি, আমাদের দেশ এখনও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে লড়াই করছে। আমরা হিরো মোটোকর্প-এ সম্পূর্ণরূপে শূন্য থেকে ল্যান্ডফিল হওয়ার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছি, যার ফলে শিল্পের অনুসরণের জন্য একটি পথনির্দেশক উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে," জানিয়েছেন নিরঞ্জন গুপ্তা।

মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকা কোচবিহারে কেন? তা নিয়ে জল্পনা চলছি সর্বস্তরে। ১৯ জুন মঙ্গলবার দুপুরে সেই জল্পনার ইতি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। বেলা ১ টা নাগাদ তিনি পৌঁছে গেলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজের বাড়িতে। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নারায়ণী স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে তাঁর প্রাসাদপম বাড়ি সাজিয়ে রেখেছিলেন অনন্ত। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছাতেই বাইরে তাঁকে স্বাগত জানান মহারাজ। সেখানে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়। সোয়া ১ টা নাগাদ মহারাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাসিমারায় যান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সাক্ষাতের পরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তাহলে অনন্ত এবারে তৃণমূলের দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি কি তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী মহারাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও কথা বলেননি। মহারাজ অবশ্য সে সম্ভাবনার কথা একেবারেই ঠিক নয় বলে দাবি করেন। মহারাজ বলেন, "সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। আজ সকালেই আমাকে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী আমার বাড়িতে আসবেন। সে মতো তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুতি নেই। একজন রাজ্যের প্রধান আমার বাড়িতে আসায় আমি খুশি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি।" বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নিয়ে তো দলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে, সে প্রশ্নে মহারাজ বলেন, "কে আমাকে প্রশ্ন করবে? এই সাক্ষাতের মধ্যে অন্য কোনও বিষয় নেই। তাই সে সব নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। সেটা সবাই জানে।" অনন্ত মহারাজ বরাবর বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এবারের লোকসভা নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মঞ্চেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। কোচবিহরের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের

মনোনয়নের দিনও তাঁকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন সহ একাধিক বিষয়ে ক্ষোভ জানান অনন্ত। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এমন সাক্ষাৎ নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে অনন্ত মহারাজকে 'ঘরশত্রু বিভীষণ' বলেও তোপ দাগেন। নিখিলরঞ্জন বলেন, "তৃণমূল দল ও মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা বার বার দেখেছি অনন্ত মহারাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বলে আক্রমণ করতে। সেই মহারাজের বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের মধ্যে অন্য গন্ধ আছে। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।" তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও মহারাজের সাক্ষাতের একটি ছবি ফেসবুকে পোষ্ট করে ক্যাপশন লিখেছেন, "ঘরশত্রু বিভীষণ।" পরে নিখিলরঞ্জন বলেন, "উনি তো বিভীষণই। তাই এটা লিখেছি।" কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের হার নিয়ে মহারাজের উপরেও ক্ষুব্ধ বিজেপি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি উদয়ন গুহ অবশ্য দাবি করেন, অনন্ত মহারাজের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, "অনন্ত মহারাজকে আমরা এখন আর আলাদা রাজ্যের কথা বলতে শুনি না। এছাড়া কেউ যদি নিজের এজেন্ডা থেকে সরে আসে, সরকার বিরোধিতা থেকে সরে এসে, উন্নয়নের কাজ করতে চায় তা নিয়ে আলোচনায় অসুবিধে কোথায়। কিছুদিন আগেও তো প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে আমরা অনন্ত মহারাজকে দেখেছি। তাহলে কি প্রধানমন্ত্রী আলাদা রাজ্যের দাবিকে সমর্থন করেন?"

সোমবার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় তাতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় ও বহু মানুষ জখম হন। সেই ঘটনা খতিয়ে দেখতেই রাতারাতি শিলিগুড়ি পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে রাতেই তিনি কোচবিহারে পৌঁছান। এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মধ্যে একমাত্র কোচবিহার আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল। কোচবিহারে পৌঁছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে বারে বারে কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গে একমাত্র একটি আসন পেয়েছি। সেটা কোচবিহার। সে জন্য কোচবিহারের মানুষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমি কাল মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেব। তারপর আমার ছোট্ট একটা কাজ আছে, সে জন্যই কোচবিহারে এসেছি। অন্য কোনও বিষয় নেই।" ছোট্ট কাজ যে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা করা তখনও তা তিনি স্পষ্ট করেননি। মঙ্গলবার সকালে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন "সবাই যাতে ভালো থাকেন, শান্তিতে থাকেন, সেই কামনা করেছি। কোচবিহার শহরে মদনমোহন মন্দিরে আমি প্রায়ই আসি। এমনকী রাসমেলাতেও এসেছি। সময় থাকলে আমি একবার শিবমন্দিরে যেতে পারতাম, কিন্তু আমার একটা অন্য কাজ আছে। কোচবিহারের মানুষ দুই হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করেছে, সে জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলাশাসক। মন্দিরের অতিথি নিবাসের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নির্বাচনের জন্য তিন মাস হেরিটেজ টাউনের কাজ বন্ধ ছিল। এবারে তা শুরু করা হয়েছে। ওয়ান অব দি বেস্ট হেরিটেজ টাউন হবে কোচবিহার।" এরপরেই অনন্ত মহারাজের বাড়ির দিকে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করেন, কোচবিহারে জয়ের পেছনে অনন্ত মহারাজের ভূমিকা রয়েছে। কারণ লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে অনন্ত বিজেপি নেতৃত্বের উপরে বারে বারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিজেপির কোচবিহারের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের প্রচারেও সেভাবে মহারাজকে দেখা যায়নি। সে কারণে মহারাজের প্রভাব রয়েছে রাজবংশী সমাজের এমন একটি ভোট তৃণমূলে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সোমবার ট্রেন দুর্ঘটনাতেও রেলের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করেন মহারাজ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন তৃণমূলের কোনও নেতাকেই মহারাজের বাড়িতে নিয়ে যাননি। দলের অন্দরের খবর, পঁচিশ মিনিটের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী এবারের ভোটে অনন্তের ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা করেছেন। তাঁকে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের সঙ্গে থাকার অনুরোধ করেছেন। অনন্ত জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতায় রাজ্যসভার টাকা খরচ করতে পাচ্ছেন না বলে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুযোগ জানান। সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহারাজকে আশ্বস্ত করেছেন। অনন্ত মহারাজ কি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন, সে প্রশ্নে অনন্তের জবাব, "আমি কোনও দল করি না। আমি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। তারপরেও বিজেপি আমাকে কোনও বিষয়েই কিছু জানায় না। আর কোনও দল করার ইচ্ছে নেই আমার।" মুখ্যমন্ত্রী এদিন অনন্ত মহারাজের বাড়ি দেখে বলেন, "এত ভালো বাড়ি দেখিনি। হেরিটেজ টাইপ।" মহারাজ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমার বাড়ি দেখে খুশি হয়েছেন। তিনি আমাকে শাল উপহার দিয়েছেন। খাবার হিসেবে কিছু নেননি। শুধু গ্রিন টি খেয়েছেন।"

দলীয় কর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ বিজেপির কেন্দ্রীয় দলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শুধু বাড়ি ভাঙচুর, মারধর, জরিমানা নয়, এবারে দলীয় কর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ তুলল বিজেপি। ১৮ জুন সোমবার ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস খতিয়ে দেখতে চার সদস্যের বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল কোচবিহারে পৌঁছান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, রবিশঙ্কর প্রসাদ, ব্রিজভূষণ এবং কবিতা পাতিদার। বেলা ১২ টা নাগাদ বিজেপির কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। সেখানে জেলার। নানা প্রান্ত থেকে আক্রান্ত কর্মীরা হাজির হয়েছিলেন। অনেকেই আবার গণনার পর থেকে বিজেপি পার্টি অফিসেই রয়েছে। তাঁদের কাছে সন্ত্রাসের বিবরণ শোনার সময় সেখানে ঢুকে পড়ে ভিডিও করতে শুরু করে এক সিভিক ভলেনটিয়ার্স। সেই সিভিক কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ওই সিভিকের মোবাইল ফোনও কেড়ে নেন। তা নিয়ে কিছুক্ষনের জন্য তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই সিভিককে বিশেষ কোনও দায়িত্ব দেওয়া ছিল না। অতি উৎসাহেই তিনি ওই মিটিংয়ে ছিলেন।

এদিন বৈঠকে বিজেপির ভাওয়ের থানার বিজেপি কর্মী মহেশ বর্মণ অভিযোগ করেন, তাঁর খেতের পাট -মরিচ সব কেটে নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। জমিতে হাল দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। তাঁকে মারধর করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তুফানগঞ্জের এক বিজেপি কর্মী অভিযোগ করেন, তিনি বাড়িতে থাকার জন্য ৮০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছেন। তুফানগঞ্জের অন্দরান-ফুলবাড়ির প্রধান শুক্লা সরকার অভিযোগ করেন, তাঁকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করেছে তৃণমূল কর্মীরা। তাঁর স্বামী এবং এলাকার বিজেপির মন্ডল সভাপতিকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে একটি নার্সিংহোমে যান বিজেপির প্রতিনিধি দল। সেখানে দু'জন বিজেপি কর্মী চিকিৎসাধীন। সেখানেই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব অভিযোগ করেন, সিতাই বিধানসভার গোসানিমারিতে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর এফআইআর পর্যন্ত নেয়নি পুলিশ। অনলাইনে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, "ক্ষমতা থাকলে এই মহিলাকে দেখে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।" কোচবিহার জেলা পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, নিগৃহীত মহিলার পরিবারের কেউ থানায় যায়নি। অনলাইনে অভিযোগ পেয়ে মামলা করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই বিষয়ে তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি উদয়ন গুহ বলেন, "এই অভিযোগ আগে তো বিজেপির কারও মুখে শোনা যায়নি। হঠাৎ তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এলেন আর অভিযোগ করলেন এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। রাজনৈতিক এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। আর পুলিশ তো আমাদের নামে অনেক মামলা নিয়েছে। এই মামলা না নেওয়ার কোনও বিষয় থাকতে পারে না।"

বিজেপির প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, "ভারতে মহিলা আইনে এক মহিলার সঙ্গে খারাপ ভাষায় কথা বলা অপরাধ। সেখানে এক মহিলা প্রধানের কাপড় ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষের খেতের ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে, এটা কোথাকার গণতন্ত্র? সংবিধানকে বাঁচানোর কথা বলেন আপনি (মুখ্যমন্ত্রী), আর আপনার রাজ্যেই তো সংবিধানকে শেষ করা হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "বিপ্লব দেব ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরায় পঁচিশ বছরের বাম রাজত্ব শেষ হয়েছে। এবারে তিনি ছয় লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। আমি সেই আইনজীবী যিনি লালুপ্রাসাদের বিরুদ্ধে চারা ঘোটালা মামলা করেছিলাম, লালু প্রসাদের রাজত্ব শেষ হয়েছে। এখানেও রাজত্ব শেষ হবে।" তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সন্ত্রাসের নায়ক। তিনি আবার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এটা পরিহাস। ত্রিপুরায় ভোট প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এখানে তো সব মিথ্যে অভিযোগ।"

পুড়ে ছাই ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: পুড়ে ছাই হয়ে গেল ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো। মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ বাংলোটিতে আগুন ধরে যায়। পুরো ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বাংলোটি। দমকলের দুটো ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাংলোটি শেষ পর্যন্ত পুরোটাই ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এসি মেশিন থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে। তবে ১৫ জুন থেকে জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলোটিতে এই সময় কোনও পর্যটক ছিলেন না। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির সূত্র মারফত জানা যায়, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে মাদারিহাটে জলদাপাড়া জঙ্গলের ভেতর বাংলোটি তৈরি হয়। বিভিন্ন বন্যজন্তু ও পাখিদের সান্নিধ্য ভোগ করার জন্য দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই বনবাংলো। জঙ্গলের নিস্তব্ধতায় কিছুটা সময় কাটাতে প্রায় ৫৭ বছর ধরে এই

বাংলোটিতে অজস্র পর্যটক এসে থেকেছেন। এদিন আগুনে পুড়ে যাওয়ার খবরে পর্যটন মহলেরও মন খারাপ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96